জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জলই জীবন

পানীয় জলের সমস্যা মিটতে চলেছে আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা-বাগানের আদিবাসী মহল্লায়। প্রায় ৪ কোটি ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে পানীয় জল প্রকল্প

শুষ্ক আবহাওয়া

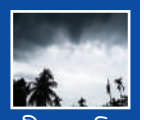

সরস্বতী পুজো পর্যন্ত বারবার পরিবর্তিত হবে আবহাওয়া। আগামী ৪-৫ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে। দক্ষিণে বৃষ্টি নেই, উত্তরের দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টি

জিডিপি-তে সেরা, নীতি আয়োগ বাধ্য হয়ে বাংলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ

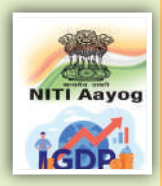

উঃ দিনাজপুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত কমপক্ষে ৬ জন

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৬৮ ● ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২৪ মাঘ ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 268 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 8 FEBRUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

১৬ ফেব্রুয়ারি সাংগঠনিক ভার্চুয়াল বৈঠক অভিষেকের

প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে এবার বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি দলের সাংসদ, বিধায়ক ও সব ব্লক প্রেসিডেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তিনি।

সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি যান অভিষেক। এরপর নিজের চিকিৎসার কারণেও ব্যস্ত ছিলেন। দিল্লি থেকে ফিরেই মঙ্গলবার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা করতে তাঁর কালীঘাটের বাসভবনে যান। সেখানেই একপ্রস্থ আলোচনা

সারেন বিভিন্ন বিষয়ে। নেত্রীও জেলাওয়ারি সাংগঠনিক বৈঠক করছেন। এবার অভিষেকও গোটা রাজ্য জুড়ে দলের সংগঠনকে বার্তা দিতে বৈঠক করতে চলেছেন।

লোকসভা নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই। তাই একদিকে প্রশাসনিক সভা করে মানুষকে পরিষেবা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বাংলা জুড়ে দলের সাংগঠনিক বিষয়েও টানা বৈঠক ও নির্দেশ দিয়ে চলেছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। নিশ্চিতভাবে ১৬-র বৈঠকে একগুচ্ছ পরামর্শ ও নির্দেশ দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশজুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যেসব জনবিরোধী ইস্যুগুলি রয়েছে তা আরও বেশি করে প্রচারে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। (এরপর ৬ পাতায়)

মাথা নত করবে না বাংলা ■ হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই চলবে

■ প্রশাসনিক সভায় বক্তা মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়ার সাঁতরাগাছি। বুধবার।

প্রতিবেদন : বাংলা কখনও মাথা নত করে না, মাথা নত করবেও না। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা ঠিকই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। বুধবার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। মনে রাখবেন, আমার জন্ম হয়েছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, আমার মৃত্যুও হবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আমার নাম আন্দোলন, আমার নাম সংগ্রাম। বাংলাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছি, আরও এগোতে হবে। বাংলা বিভিন্ন প্রকল্পে দেশে প্রথম বলে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। আমরা একশো দিনের কাজে এক নম্বরে, বাংলার বাড়ি, গ্রামীণ রাস্তা— সব কিছুতেই আমরা এক নম্বরে। বাংলা এক নম্বরে রয়েছে বলেই, ওদের এত গাত্রদাহ। বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাকে ওরা ভাতে মারতে চাইছে। কিন্তু এত সহজে বাংলা মাথা নত করবে না। তিনি বলেন, আমাকে সরকার চালাতে হয়। সংসারও চালাতে হয়। প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দেওয়া হলেও কীভাবে সরকার চালাতে হয়, তা জানি। মা-বোনেরা যেভাবে সংসার চালায়, সেভাবেই আমিও সরকার চালাচ্ছি, চালিয়েও যাব। কেন্দ্রকে নিশানা করে তাঁর স্পষ্ট কথা, শ্রমিক-কৃষক কাউকে বঞ্চিত হতে দেব না। আমি সারাজীবন মার খেয়ে এসেছি। আমি ভয় পাই না। আমাদের ধরনা চলছে, ধরনা চালিয়ে যাব। একশো দিনের ২১ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার, যাঁরা ২ বছর ধরে টাকা পাননি, তাঁদের টাকা রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে পাঠাতে শুরু করেছে। আমরা প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ খরচ করি, আর ২৫ শতাংশ খরচ করে কেন্দ্র। সেটা আবার একটাই মাত্র ট্যাক্স জিএসটি থেকে। আমাদের এখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে মাছের তেলে মাছ ভেজে এখন কৃতিত্ব দাবি করছে। এরপরই তিনি সোজাসাপ্টা জানিয়ে দেন, আমি আপনাদের পাহারাদার। আমি জমিদার নই, জোতদার নই। সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি আপনাদের পাহারাদারের মতো থাকব।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সভ্যতা

দহন জ্বালায় জ্বলছে পৃথিবী
জ্বলছে হিংসার দাবানল
অনল অনিলে সরণি বিপণি
তুলিকা তপনে অবিরল।।
সভ্যতার আজ সীমারেখা নেই
অভিলাষ শুধু অভিব্যক্তি
ক্ষমতার জেহাদে সভ্যতার ফাঁসি
কবরে সভ্যতার অবলুপ্তি।।
সভ্যতা-সভ্যতার সঙ্কটে দাঁড়িয়ে
মুচলেকা সঙ্কটের হাসি
সহস্র ভুলের সহস্র ধারায় বৃন্ত
দণ্ডদাতার দণ্ডে ফাঁসি।।
নির্ঝরিণী পিপাসা ঊর্ধ্বমুখী
প্রভাতসূর্য রুক্ষবীণার সাজে।।
প্রত্যুষ প্রদোষ-এর বিদ্বেষ জ্বালা
শুষ্ক নিথর মরুভূমির মাঝে।।
সুমধুর একটা ছোট্ট দ্বীপে
এসো শান্তির ললিতবাণী
মানব পৃথিবীতে সভ্যতা করুণ
তাই জাগো মানবিক সভ্যতারানী।।

কালাকানুন মানব না, ধরনায় শপথ শ্রমিকদের

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষকে বঞ্চনার পাশাপাশি গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের টুঁটি টিপে ধরছে কেন্দ্র। বামেদের মতোই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিনের পর দিন ধরে বঞ্চনা করছে শ্রমিকদের সঙ্গে। বুধবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের সর্বনাশা

ধরনায় আজ সংখ্যালঘু সেল

শ্রম কোড নিয়ে গর্জে উঠল আইএনটিটিইউসি। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের হুঙ্কার, বাংলার মাটিতে কেন্দ্রের কালাকানুন চলবে না।

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূলের ধরনা মঞ্চের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি এবং সরকারি কর্মীদের সংগঠন

■ রেড রোডে ধরনায় আইএনটিটিইউসি-র নেতৃত্ব। আছেন দোলা সেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্য বিধায়ক ও শ্রমিক নেতারা। ছবি—শুভেন্দু চৌধুরী

কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের ধরনা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উঠল বাংলার খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের হুঙ্কার। মঞ্চ থেকে ঋতব্রত বলেন, বাংলার মাটিতে কেন্দ্রের সর্বনাশা কালাকানুন চলবে না। দিল্লির বিজেপি সরকারকে না হারাতে পারলে দেশের মানুষ বাঁচবে না, শ্রমজীবী মানুষ বাঁচবে না। তাই এই লড়াই দেশ বাঁচানোর লড়াই। (এরপর ৬ পাতায়)

আজ রাজ্য বাজেট পেশ

প্রতিবেদন : আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হবে রাজ্য বাজেট। পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সব বিধায়ক ও মন্ত্রীরা। এ-বছর লোকসভা নির্বাচনের কারণে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠন হলে সেই নতুন সরকার ফের বাজেট পেশ করবে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছেও আবার বাজেট পেশ করার সুযোগ থাকছে। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 February, 2024 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ জাকির হুসেন (১৮৯৭-১৯৬৯)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি। তিনি মে ১৩, ১৯৬৭ থেকে মে ৩, ১৯৬৯ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতিপদে কর্মরত ছিলেন। দেশের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি। এর আগে তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিহারের গভর্নর হিসেবে এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১২ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) এদিন বাগবাজারে প্রয়াত হন। শেষ অভিনয় করলেন ১৯১১-তে। নাটক 'বলিদান'-এ করুণাময়ের চরিত্রে। সেদিন খুব বৃষ্টি। হাঁপের টান নিয়ে বারবার খালি গায়ে স্টেজে আসতে হচ্ছে গিরিশকে। অসুস্থ হলেন। রোগশয্যায় নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে লিখলেন শেষ নাটক 'তপোবল'। বুকের জ্বালা যেন বেড়েই চলেছে। ঘুম নেই! সারাক্ষণ বসে থাকেন। আর বলেন, "প্রভু, আর কেন, শান্তি দাও, শান্তি দাও, শান্তি দাও!" চলেই গেলেন! বৃষ্টিতে ছেয়ে রয়েছে আকাশ। তার পেয়ে ফরিদপুর থেকে ফিরলেন ছেলে দানিবাবু। গহন রাত। মহল্লা মাতোয়ারা সংকীর্তনে। শেষ সময় গিরিশের মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম!

১৯৪১ জগজিৎ সিং (১৯৪১-২০১১)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম জগমোহন সিং। গজল-সম্রাট। ভারতের ফিল্মি গানের ধারার বাইরে থেকেও অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। তিনি পাঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা, গুজরাতি, সিন্ধি ও নেপালি ভাষাতেও গান গেয়েছিলেন। ২০০৩ সালে সংগীত ও সংস্কৃতি জগতে অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

২০০৫ গুগল ম্যাপ

চালু হল এদিন। গুগল মানচিত্র হল গুগল দ্বারা তৈরি ও উন্নয়নকৃত একটি ওয়েব মানচিত্রায়ন পরিষেবা। এটি উপগ্রহ চিত্রাবলি, রাস্তার মানচিত্র, রাস্তার ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামা (রাস্তার দৃশ্য বা স্ট্রিট ভিউ), বাস্তব-সময়ের ট্রাফিক অবস্থা (গুগল ট্রাফিক) পরিষেবা প্রদান করে।

১৯৯৫ কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫) এদিন নয়াদিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ প্রথমদিকে পরোক্ষভাবে অংশ নিতে শুরু করলেও বিশ শতকে ১৯৩০ এর দশক থেকে নারীরা সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার পুলিশি অত্যাচার, গ্রেফতার, নির্বাসন প্রভৃতি নির্যাতন চালাতে থাকলেও নারীদের আন্দোলন থেমে থাকেনি। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার যেসব নারী ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী কল্পনা দত্ত ছিলেন অন্যতম। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কল্পনা দত্ত ও তাঁর

কয়েকজন সঙ্গী চট্টগ্রামের গৈরালা গ্রামে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। সংঘর্ষের পর ১৯৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশ তাঁদের গোপন ডেরা ঘিরে ফেললে কল্পনা দত্ত পালাতে সক্ষম হলেও মাস্টারদা সূর্য সেন পুলিশের হাতে বন্দি হন। কিছুদিন পর কল্পনা দত্ত এবং তাঁর কিছু সহযোদ্ধা গৈরালা গ্রামে পুলিশের সঙ্গে অন্য একটি সংঘর্ষে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় মাস্টারদা সূর্য সেনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ও কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসির পর তাঁর বন্দিজীবন কাটে মেদিনীপুর জেলে।

পার্টির কর্মসূচি

রামপুরহাট শহর যুব তৃণমূলের উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডের যুব সভাপতি ও শহর তৃণমূল যুব পদাধিকারীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনাসভায় উপস্থিত শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯২৭

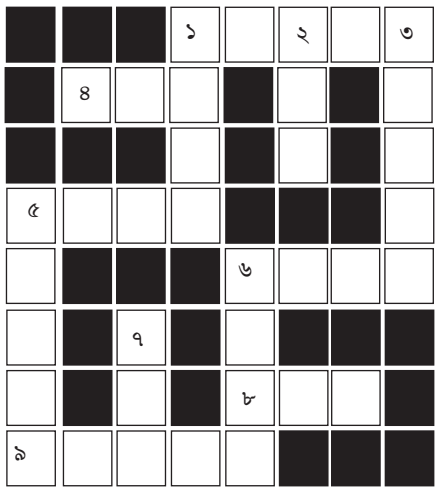

পাশাপাশি : ১. পালন ৪. অর্পণ, স্থাপন ৫. লড়াই ৬. যে পরীক্ষা করে, পরীক্ষাকারী ৮. স্পেনের বন্দর ৯. বন্দুকবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. আরম্ভ, সূত্রপাত ২. আরবি বা ফারসি ভাষা ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য ৫. বাণিজ্য ৬. পদাবলির রচয়িতা ৭. শোভাযাত্রা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২৬ : পাশাপাশি : ১. অর্জন ৪. মধুজালক ৬. বয়স্য ৭. রইরই ৯. শহরস্থ ১২. একক ১৩. পত্রপত্রিকা ১৪. গ্রসন। **উপর-নিচ :** ১. অনবকাশ ২. নমস্য ৩. কোজাগর ৫. কদর ৮. ইলেকশন ১০. হস্তিপ,১১. স্থলপদ্ম ১২. একাগ্র।

৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭০২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭০৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৩.৫৪	৮২.৭৩
ইউরো	৮৯.৯২	৮৯.২৬
পাউন্ড	১০৫.৩৬	১০৫.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাজ চক্রবর্তী

■ কোয়েল মল্লিক

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

8 February, 2024 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

■ হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে প্রশাসনিক সভা, প্রকল্প উদ্বোধন ও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মন্ত্রী-সাংসদ এবং সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীরা। বুধবার।

বিনিয়োগ আসছে, দেড় লক্ষাধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ

২০,৩০০ নতুন শিল্পের প্রস্তাব হাওড়ায়

প্রতিবেদন : বিনিয়োগ আসছে। তৈরি হচ্ছে একের পর এক হাব-ক্লাস্টার। শিল্পে হাওড়া তার হৃত গৌরব ফিরে পাচ্ছে। বুধবার হাওড়ার পরিষেবা প্রদান ও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে সেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, শুধু হাওড়াতেই চাকরি হবে লক্ষাধিক। ইতিমধ্যে জেলায় ২০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। আরও সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হল শিল্পে। ৬৭ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এছাড়াও হাওড়া জেলায় ২০ হাজার ৩০০ নতুন শিল্প গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। সেখান আরও ১১ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। এর ফলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার

নতুন কর্মসংস্থান হবে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পেও হাওড়া ব্যাপক উন্নতি করেছে। রাজ্যের মোট ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প রয়েছে এখানে। ৩৫টি ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পে হাওড়ায় কাজ করছেন। এছাড়াও একাধিক শিল্পতালুক তৈরি হয়েছে। অনেক হাব তৈরি করা হয়েছে জেলায়। ফাউন্ড্রি পার্ক তৈরি হয়েছে, অঙ্কুরহাটিতে হয়েছে জুয়েলারি হাব। তারপর উলুবেড়িয়ায় একাধিক লজিস্টিক হাব তৈরি হয়েছে। ডোমজুড়ে আইটি হাব করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। এছাড়া আরও উন্নয়নের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। ডুমুরজলার নাম হয়েছে সবুজসাথী স্টেডিয়াম। খেলনগরী তৈরি হচ্ছে সেখানে। উলুবেড়িয়া স্টেডিয়ামে দু'টি ব্যাডমিন্টন কোর্ট, শতাধিক মাল্টিজিম তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের জোয়ার চলছে জেলা জুড়ে। বাম আমলে হাওড়া একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা নতুন করে হাওড়া গড়ে তুলেছি। উন্নয়নের এই ধারাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

■ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন
দেড় লাখ মানুষের হাতে পরিষেবা

সৌমালি বন্দ্যোপাধ্যায় ● হাওড়া

বাংলা জুড়ে মোট ৭০০ কোটি টাকা প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হাওড়ার সাঁতরাগাছির প্রশাসনিক সভা থেকে তিনি হাওড়ার ৩৩টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ২০০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৮৭ জন মানুষ উপকৃত হবেন। একইসঙ্গে ৭৬টি প্রকল্পের সূচনা হয়। বরাদ্দ ৪৫১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ৫৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৪৪ জন মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। হাওড়ার প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়। উদ্বোধন হয়েছে ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৪০ শয্যার আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, মজা দামোদর খালের ওপর ভবানীপুর রোড থেকে পাঁচারুল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা। ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিবপুর ঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাওড়ার ৩ নম্বর জেটিতে নতুন গ্যাংওয়ে, ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বি-গার্ডেন থানার নতুন ভবনও নির্মাণ হয়। ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুরে হাওড়া-আমতা রোডকে সাড়ে ১২ কিমি থেকে ২৯ কিমি পর্যন্ত, ২১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালি-জগাছা ব্লকে সালকিয়া-চণ্ডীতলা রোডকে ১১ কিমি থেকে প্রায় ১৬ কিমি পর্যন্ত বর্ধিতকরণ হয়। বেলুড়ের জগন্নাথঘাটে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্যাংওয়ে ও পল্টুন জেটি, বাসস্ট্যান্ড, বাস টার্মিনাস-সহ ২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ১৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেটি-সহ ৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় ৫৬টি নতুন সরকারি বাসেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাওড়া ও বিরাটিতে হয় তিনটি দমকল কেন্দ্র। পূর্ব মেদিনীপুরে ৫টি ফেরিঘাট ও ভাসমান সেতুরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যোগ্যশ্রী সুবিধা পাবে এবার অসংরক্ষিতরাও

প্রতিবেদন : এবার থেকে 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পের সুবিধা পাবে অসংরক্ষিতরাও। তরুণ প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের অনেক পড়ুয়া আইএএস, আইপিএস, ডাক্তার, ডব্লিউবিসিএস, ডব্লিউবিপিএস, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক হতে চান। তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যাতে কোনওভাবেই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়, সেজন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে রাজ্যের তরফে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৫১টি এই ধরনের সেন্টার রয়েছে। জেনারেলদের কথা মাথায় রেখে জেলায় জেলায় আরও ৫০টি সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মুখ্যসচিবকে এই মর্মে নির্দেশ দেন। তিনি জানান, এই সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য আগে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে। সেই প্রবেশিকা পরীক্ষাতে পাশ করার পর মিলবে ভর্তির সুযোগ। সেখানে যোগ্য পড়ুয়াদের এই ধরনের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হবে। এর আগে যোগ্যশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, কন্যাশ্রী বিশ্বশ্রী হবে, যোগ্যশ্রী হবে। তফসিলিরা শিক্ষাশ্রী পান। ঐক্যশ্রী পান সংখ্যালঘুরা। মেধাশ্রী স্কলারশিপ নিয়ে তারা বাংলাকে যোগ্যশ্রী করে তুলুক, সেটাই চাই। বিনা পয়সায় যোগ্যশ্রী ট্রেনিং দিয়ে সবাইকে তৈরি করে দেব আমরা।

■ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদান জনৈক মহিলাকে। বুধবার হাওড়ায়।

■ নিপুণ হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 February, 2024 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখে ঝামা

মিথ্যাচার যে বেশিদিন চলে না তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে বাংলার রাজনীতিতে। বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে বিজেপি-সহ বিরোধীরা নানা কুৎসা-প্রচার করে চলেছে। তার যে কোনও ভিত্তি নেই, সেটা নিজেরাই প্রমাণ করছে। কেন্দ্রের নোংরা বঞ্চনা সত্ত্বেও নীতি আয়োগের রিপোর্ট বাংলার বিরোধীদের মুখে কালি লেপে দিয়েছে। নীতি আয়োগ বলছে, বিগত আর্থিক বছরে বাংলার উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো এবং দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে কার্যত শীর্ষে। নীতি আয়োগ হিসেব দিয়ে বলছে, রাজ্যের জিডিপি ১৭.১৯ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। ১২টি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকের মধ্যে ৯টিতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বাংলায়। গুজরাতের থেকে আর্থিক বরাদ্দ কম হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র দূরীকরণ-সহ একাধিক প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রীর গুজরাতকে হেলায় হারিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। বাংলার জিডিপি গত আর্থিক বছরে ছিল ৮.৪১ শতাংশ। আর গুজরাতের ৮.৩। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের সার্বিক জিডিপিতে বাংলার অবদান ৬ শতাংশেরও বেশি। একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্র নোংরা রাজনীতি করে বাংলার উন্নতি ঠেকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কী বলবেন সেইসব নিন্দুকরা, যাঁরা সকাল-সন্ধে বাংলার বদনাম করেন, মিথ্যাচার করেন, ভুল এবং বিকৃত তথ্য দিয়ে মানুষকে বিব্রত করেন। নীতি আয়োগের এই রিপোর্টের পর কী বলবেন? বিজেপি নেতারা কি এবার বলার সাহস দেখাবেন যে, নীতি আয়োগের রিপোর্ট ভুল। আসলে থুতু উপরে ছিটালে নিজের মুখেই পড়ে। এই বাংলা প্রবাদটা বিরোধীরা ভুলে গিয়েছিল। নীতি আয়োগের রিপোর্ট লজ্জায় ফেলে দিল নিন্দুকদের।

e-mail থেকে চিঠি

মোদিজি! আর কত দেখব?

আপনার ১৫৬টি পর্যবেক্ষক দল ঘুরে গিয়েছে। ওই পর্যবেক্ষকরা তাঁদের খুশিমতো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়েছেন। অবাধে কথা বলেছেন মানুষের সঙ্গে। তাঁরা যাচাই করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ খরচের নানা দিক। তারপর তাঁদের মনে যখন যেমন প্রশ্নের উদয় হয়েছে, রাজ্যের কাছে তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন। নবান্নের তরফেও দেওয়া হয়েছে সেসবের সদুত্তর সঙ্গে সঙ্গে। এবং কোনও পর্যবেক্ষক দলই এখানে টাকা খরচ নিয়ে এমন বড় কোনও গলদ খুঁজে পায়নি যার ফলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হতে পারে। তবু মোদি সরকার বাংলার গরিব মানুষের প্রাপ্য অর্থ বারবার বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্যের তরফে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে নানা ভাবে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে। দাবি জানানো হয়েছে সংসদের উভয় কক্ষে। নবান্নের অফিসাররা দেখা করেছেন দিল্লির সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে। রাজ্যের মন্ত্রী কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে। দিল্লিতে ধরনা দিয়েছেন রাজ্যের শাসক দলের এমপিরা। কলকাতায় রাজভবনের সামনেও ধরনা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে—তিন-তিনবার! জট তাও খোলেনি। উল্টে, সম্প্রতি ক্যাগ রিপোর্টে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে। আর সেটা হাতে নিয়েই রাজনীতির বাজার গরম করতে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। সব মিলিয়ে বাংলার গরিব মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে মোদি সরকারের মশকরা এবার চরম পর্যায়েই পৌঁছেছে। সুখের কথা এই যে, তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সরকারের অতিসীমিত সাধ্যের মধ্যেও বিকল্প সুরাহা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ২১ লক্ষ মনরেগা শ্রমিক ১০০ দিনের কাজের বকেয়া অর্থ পাবেন। বেনিফিসিয়ারিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই ওই টাকা সরাসরি জমা পড়ে যাবে। কেন্দ্রের আবাস যোজনায় বঞ্চিত গৃহহীনদের জন্যও বিকল্প সুরাহার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে-ঘটনায় বঙ্গ বিজেপির লজ্জিত হওয়ার কথা সেটা নিয়েও তারা কটাক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ অব্যাহত রেখেছে। অতঃপর, সোমবার গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মন্দিরে দাঁড়িয়ে টানা দু'ঘণ্টার 'নির্বাচনী ভাষণ'-এ প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা আসলে দেশকে 'বিরোধী-শূন্য' করে দেওয়ার খেলাটাই খেলছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার এই ষড়যন্ত্রই প্রকট হচ্ছে প্রতিদিন।

— প্রশান্ত দত্ত, আমতা, হাওড়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

গেরুয়া মিথ্যের মুখোশ খুলে গেল

শুধু গদ্দার অধিকারীর মতো কাঁথির পুঁটি মাছ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জন্য ঢাল করেছেন ক্যাগ রিপোর্টকে। আর এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেই দাবির সপক্ষে প্রমাণ মিলল খোদ কেন্দ্রের একাধিক অভ্যন্তরীণ চিঠি এবং নথিতে। সেখানে এই প্রকল্পের ডিরেক্টরই সাফ জানাচ্ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাবতীয় ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিয়েছে। ফলে এই রাজ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। লিখছেন **প্রবীর ঘোষাল**

কয়েকদিন আগে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলাম। হুগলি-বর্ধমানের সীমান্ত অঞ্চল। চাষবাসে উন্নত। উর্বর জমি। ১৫ বছর আগের চেয়ে ওই সব অঞ্চল পরিকাঠামোর দিক থেকে এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থা—সবেতেই উন্নতির চিহ্ন স্পষ্ট।

কয়েকদিন ছিলামও সেখানে। বেশ কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখেছি, মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলেছি। একসময় এই সব অঞ্চলে সিপিএমের হার্মাদরা ছিল বিভীষিকা। পার্টির কথাই শেষ কথা। তাদের বিচারই শেষ বিচার। আজ সেই পরিবেশ আর নেই। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকে জোড়াফুলের পতাকা সর্বত্র পত পত করে উড়ছে।

কান পাতলেই গ্রামবাসীর মুখে শোনা যাবে, তিন টার্মের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ভূয়সী প্রশংসা। জন্ম থেকে মৃত্যু, সব পরিবারের সব সদস্যের দায়িত্ব সরকারের। আরও কত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সরাসরি পাচ্ছে, দলমত নির্বিশেষে সবাই। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের ভাঁওতাবাজির সঙ্গে মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাজে পার্থক্য সাধারণ মানুষই বলে দিচ্ছে। আগের জমানার সঙ্গে এই আমলের মৌলিক তফাত হল, দুয়ারে সরকার। আক্ষরিক অর্থেই, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে শাসক দলের দাদা-দিদি ধরতে হয় না। তাদের কাছেই সরাসরি পৌঁছে যায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা। আগে কখনও গ্রামের মানুষ এসব ভাবতেই পারত না। নির্দ্বিধায় সেকথা কবুল করে তারা বলে, 'মমতাদি আমাদের কাছে আল্লা-ঈশ্বর!'

হ্যাঁ, গ্রামের এইসব মানুষদের আবার তীব্র ক্রোধ দেখেছি, কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে। ২ বছর হয়ে গিয়েছে, তারা ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা হাতে পায়নি। আবাস প্রকল্পে ঘর বানানো থেকে শুরু করে, অর্থের অভাবে শেষ করতে পারেনি অনেকেই। অনেকে তো ছাদের বদলে ত্রিপল খাটিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ ফুঁসছে। তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রের এই ভাতে মারার চক্রান্তের জবাব দিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনেও রাজ্যের প্রতি অবিচারের বিহিত চাইতে চায় গ্রামবাসী।

সঠিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। লাগাতার আন্দোলনও শুরু করে দিয়েছে। কয়েকমাস আগে খোদ রাজধানীর বুকে কয়েক হাজার বঞ্চিত মানুষকে নিয়ে মিছিল করে দিল্লি কাঁপিয়ে এসেছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কান্ডারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সাফ কথা, ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্পের ২

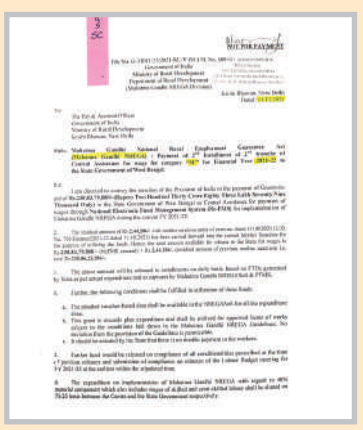

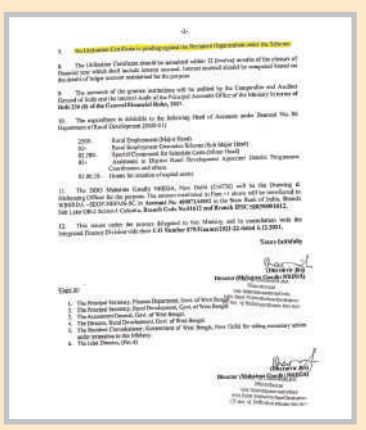

বছরের বকেয়া টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে। টাকার পরিমাণ কত? কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ বকেয়া ৩৭৩২ কোটি টাকা। মজুরি ছাড়া উৎপাদন বাবদ বকেয়া আরও ৩১৮১ কোটি টাকা। মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি টাকা। কোনও একটা প্রকল্পে প্রায় ৭ হাজার কোটি প্রাপ্য টাকা পায়নি। দেশে এমন কোনও রাজ্য আছে? না, নেই। প্রতিহিংসার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে?

কেন টাকা বন্ধ? কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি নেতৃত্বের ব্যাখ্যা, রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের খরচের টাকার হিসাব দেয়নি। ক্যাগ রিপোর্টেও নাকি এমন অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের লিখিত রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে সরকার সঠিক সময়ে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিয়েছে। খোদ এই প্রকল্পের ডিরেক্টর হিসাবের প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন।

একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক রীতিমতো ডিরেক্টরের চিঠির জেরক্স ছেপে দিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, তিন তিনটি চিঠি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসারকে পাঠিয়েছেন মনরেগা প্রকল্পের ডিরেক্টর ধরমবীর ঝা। ১০০ দিনের কাজের কিস্তি সংক্রান্ত এইসব চিঠি। প্রথম চিঠি যায় ২২ জুন, ২০২১ সালে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চিঠি যায় ১৪ ডিসেম্বর। তিনটি চিঠিতে ডিরেক্টর ঝা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, 'এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের তরফে কোনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার কাজ পড়ে নেই।' একইভাবে আবাস প্রকল্প নিয়েও ২০২২ সালের ২৪ মার্চ একইরকম চিঠি জমা পড়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরে।

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর গেরুয়াবাহিনী ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস প্রকল্প নিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছেন তা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপি রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে মোকাবিলা করতে অক্ষম। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রামমন্দিরের হাওয়া নেই। তাহলে কী করা যাবে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কুৎসা প্রচারই বিজেপির হাতিয়ার। মমতা এবং জোড়াফুল মানুষের পাশে ছিল, আছেও। তাই কেন্দ্রের ভরসায় না থেকে ১০০ দিনের কাজে ২১ লক্ষ বঞ্চিত মানুষকে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি এবার যাবে কোথায়? লোকসভার নির্বাচন বুঝিয়ে দেবে, বাংলার মাটি, মমতার দুর্জয় ঘাঁটি!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাইঘাটা সীমান্ত এলাকায় ২৮টি সোনার বিস্কুট-সহ ধরা পড়ল দুই মহিলা পাচারকারী। উদ্ধার হওয়া সোনার বাজারমূল্য ২ কোটি টাকারও বেশি

পানীয় জল ও রাস্তা নিয়ে অভিযোগ জানাতে নয়া পরিষেবা

চালু হল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

প্রতিবেদন : সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছে। বুধবার বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন এই অভিনব উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। তিনি জানান, রাজ্যের যেকোনও প্রান্তে পূর্ত দফতরের কোনও রাস্তা কোথাও খারাপ থাকলে ৯০৮৮৮২২১১১ এই নম্বরে অভিযোগ করা যাবে। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরেও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হয়েছে। পানীয় জল পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ থাকলে ৮৯০২০২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬ নম্বরে সমস্যা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

এদিন জলের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ তোলেন পুলক রায়।

৭৫ লক্ষ বাড়িতে জল দিচ্ছে রাজ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫০ শতাংশ হারে টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু কেন্দ্র তা দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্যকে এই প্রকল্পে ৭৫ শতাংশ অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের যেসব গ্রামীণ এলাকায় এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছয়নি, সেখানে পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। কোনও এলাকা যাতে বাদ না রয়ে যায়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই বিধানসভায় বসানো হয়েছে ড্রপ বক্স। মন্ত্রী বলেন, বিধায়কদের সঙ্গে মানুষের জনসংযোগ অনেক বেশি। তাই বিধায়করা যাতে নিজেদের এলাকার পানীয় জল সমস্যার কথা জানাতে পারেন, সে কারণেই এই ড্রপ বক্স বসানোর উদ্যোগ। নিজেদের এলাকায় পানীয় জলের সংকট থাকলে বিধায়করা তাঁদের সমস্যার কথা লিখে এই ড্রপ বক্সে জমা দিতে পারবেন। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই ড্রপ বক্সে অভিযোগ জানানো যাবে। মন্ত্রীর আশা, বিধায়করা এলাকার পানীয় জল সংকটের কথা জানালে দফতরের কর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছে সমস্যা মেটাবেন।

ডাকাতির ছক বানচাল, ধৃত ৪

সংবাদদাতা, হুগলি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির ছক বানচাল করল চুঁচুড়া থানা পুলিশ। গ্রেফতার ৪ দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে প্রিয়নগরের কাছে নন্দীর মাঠে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু যুবক। খবর পেয়েই অভিযান চালায় পুলিশ। এদিকে পুলিশকে দেখেই চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। ৪ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ভোজালি, রড, দড়ি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের বুধবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারির পরিত্যক্ত গোডাউনে আগুন

প্রতিবেদন : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনিতে সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে। বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ওই বহুতলে আগুন লাগে। খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন যায় ঘটনাস্থলে। পরে পরিস্থিতি বুঝে আরও ৮টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। বহুতলটির ওপরের দুটি তলা সেন্ট্রাল ডেয়ারির প্রশাসনিক ভবন। নিচে রয়েছে পরিত্যক্ত গোডাউন। যেখানে বেশ কিছু দাহ্য পদার্থ ছিল বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ওই গোডাউনে আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের সময় খুব বেশি কর্মচারী ওই বিল্ডিংয়ে ছিলেন না। ফলে বড় ধরনের বিপদ ঘটেনি। যাঁরা ছিলেন কালো ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের তড়িঘড়ি বের করে আনা হয়।

■ আগুন লাগার পর ধোঁয়ায় ঢেকেছে বিল্ডিং।

ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। বাড়িটির প্রথম তলায় আগুন লাগে। সেই আগুনই গোটা বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। পুলিশ ও দমকল অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে।

ফেরানো হল চুরি যাওয়া মোবাইল

সংবাদদাতা, হুগলি : স্টেশন কিংবা ট্রেন থেকে মোবাইল চুরি হওয়া যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার এইরকম হারিয়ে যাওয়া ৪২টি ফোন ফিরিয়ে দিল শেওড়াফুলি জিআরপি থানার পুলিশ। বুধবার হারানো প্রাপ্তি নামক একটি অনুষ্ঠানে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলো ফেরত দেওয়া হয় মালিকদের হাতে। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জিআরপি ডিএসপি হেডকোয়ার্টার পারমিতা মুখোপাধ্যায় ও শেওড়াফুলি জিআরপি ইনচার্জ প্রদ্যুৎ ঘোষ। হাওড়া জিআরপি ডিএসপি হেড কোয়ার্টার পারমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন সময়ে ভিড় ট্রেন থেকে অথবা স্টেশন চত্বর থেকে যে মোবাইলগুলো হারিয়ে যায় সেগুলোর নির্দিষ্ট তদন্ত করে আমাদের হারানো প্রাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৪২টি মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হল।

হাওড়া

বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পূর্ণ ক্ষমতা পুরসভাকে

প্রতিবেদন : বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল হাওড়া পুরসভাকে। এরজন্য সংশোধন করা হল আইনও। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও করা হচ্ছে হাওড়া পুরসভার। কলকাতা পুরসভার অনুকরণে হাওড়া পুর এলাকাতেও আবাসন নির্মাণের নিয়মকানুন সময়োপযোগী করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে সেখানকার বিল্ডিং আইনের একটি সংশোধনী পাশ করানো হল বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে। দুদিন ধরে বিধানসভায় আলোচনার পর বুধবার 'দ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ড) বিল ২০২৪' ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। জবাবি ভাষণে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, মূলত নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পুরসভার বিধির ধাঁচেই হাওড়া পুরসভার বিধি তৈরি করতে চাইছে রাজ্য সরকার। কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে কোনও নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাড়পত্রের পর কলকাতার পুর কমিশনার নির্দেশিকা জারি করেন। মন্ত্রীর কথায়, পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে যে সমস্ত বাস্তব সমস্যা রয়েছে তার সমাধানে বিলটি আনা হয়েছে। বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই পুরনো আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে। তবে মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, নতুন বিল্ডিং পরিকল্পনা আইনের সঙ্গে জমি অধিগ্রহণের কোনও সম্পর্ক নেই। মালিকের জমি তাঁর কাছেই থাকবে। হাওড়ার ক্ষেত্রে এতদিন এই ক্ষমতা পুরোপুরি কমিশনারে হাতেই ছিল। এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে পুরসভার বিভিন্ন বিভাগকে কলকাতা পুরসভার ধাঁচে নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, ২০১১ সালের আগে বাম জমানায় বাংলায় পরিকল্পিত উন্নয়ন বলে কিছু ছিল না। হাওড়া শহরের সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই আইন সংশোধন করা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, কোনওরকম বেআইনি নির্মাণ হলে, তা ভেঙে দেওয়ার পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে।

■ বিরাটিতে দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। বুধবার।

■ হাওড়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর সল্টলেকের করুণাময়ী আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাসে সবুজ পতাকা দেখিয়ে বাস পরিষেবার সূচনা করলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বুধবার।

ফুটপাথবাসীদের জন্য শহরে আরও নাইট শেল্টার

প্রতিবেদন : শহরের ফুটপাথবাসীদের মাথায় ছাদ দিতে আবারও উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতার রাস্তার ঘুরে বেড়ানো কিংবা রাত কাটানো মানুষদের জন্য আগেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাইট শেল্টার বা রাত্রিকালীন আবাস বানিয়েছে পুরসভা। এবার শহরে আরও বেশকিছু নাইট শেল্টার তৈরির উদ্যোগ পুরসভার তরফে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে কালীঘাট অঞ্চলের চারতলা নাইট শেল্টারের প্রথম দুটি তল। এই নিয়ে সামাজিক সুরক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমারের হাত ধরে চলতি মাসের মধ্যেই

উদ্বোধন হবে কালীঘাটের নাইট শেল্টারটির। প্রথম দুটি তলায় মোট ১২০ জন মানুষ থাকতে পারবেন। ইতিমধ্যেই ফুটপাথবাসীদের সুরক্ষায় ৮২, ৯২ ও ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি করে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রাত্রিকালীন আবাস তৈরি করেছে কলকাতা পুরসভা। সেখানে অসহায় ভবঘুরেদের জন্য রয়েছে বিছানাপত্র, পর্যাপ্ত খাবার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। একেবারে বিনামূল্যে এইসব পরিষেবা পাবেন ফুটপাথবাসীরা। কিন্তু তারপরেও রাতের শহরে ফুটপাথবাসীদের থাকা নিয়ে উদ্বেগের স্বর শোনা গিয়েছে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের গলায়। শহরের ভবঘুরেদের সুবিধার্থে তাঁদের ফুটপাথ থেকে তুলে নাইট শেল্টারে পাঠানোর জন্য একাধিকবার পুলিশের সাহায্য চেয়ে কমিশনার বিনীত গোয়েলকে চিঠিও দিয়েছেন মেয়র।

নন ট্রেডিং সংস্থা সংক্রান্ত আইনে সংশোধন বিধানসভায়

প্রতিবেদন : কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাও শর্তসাপেক্ষে এখন থেকে নন ট্রেডিং সংস্থা বা নিগম হিসাবে কাজ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের নন ট্রেডিং সংস্থা সংক্রান্ত এক আইনের সংশোধনী বুধবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। বিলের উপর আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংস্থা যেমন, স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মন্দির ইত্যাদি এই বিলের আওতায় আসবে। লক্ষণীয়, কোম্পানি আইন আগেই সংশোধন করা হয়েছে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই রাজ্যেও আইন পরিবর্তন করা হল। এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মন্তব্য করেন, বিহার, মহারাষ্ট্র, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলের মতো রাজ্যে এখনও আইন পরিবর্তন করা হয়নি।

রাজ্য
8 February, 2024 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মছলন্দপুরে এক গৃহবধূর মুখে স্প্রে করে সোনার গহনা ও নগদ টাকা নিয়ে পালাল দুই দুষ্কৃতী। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ

নিয়োগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে জটিলতা তৈরির চেষ্টা

বিচারপতির তোপে বামপন্থী আইনজীবীরা

প্রতিবেদন : নিয়োগে জটিলতা বাড়াতে গিয়ে হাইকোর্টে বিচারপতির কাছে ধমক খেলেন বামপন্থী আইনজীবীরা। যাঁরা চাকরিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁদের প্রতি বিরক্ত হয়ে কড়া ভাষায় বিচারপতিকে বলতে শোনা গিয়েছে, ''হু আর ইউ''! অভিযোগ উঠেছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন মেনে যেখানেই একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথে হাঁটতে চাইছে রাজ্য, সেখানেই শেষ মুহূর্তে অযথা জটিলতা তৈরি করে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করছেন এই বামপন্থী আইনজীবীরা। এমনকী আদালত নিয়োগের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও তাঁরা আইনি জটিলতা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগছেন। অথচ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিন্তু যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগপ্রক্রিয়া মসৃণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সওয়াল করে চলেছেন। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। এই বিষয়টাই এবারে উপলব্ধি করেছে আদালত। এদিকে এসএলএসটি শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের আইনি জটিলতার অবসান হতে চলেছে। সামনের সোমবারই এ-বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে ছিল এই মামলার শুনানি। তারপরেই এই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বুধবার নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ বসুর রীতিমতো

তোপের মুখে পড়েন বাধা দেওয়া চাকরিপ্রার্থীরাও। এদিন সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে মামলা উঠেছিল বিচারপতি বসুর এজলাসে। শুনানি চলার সময় মন্তব্য করেন, এই পোস্টটা তৈরি হয়েছে চাকরিহারাদের চাকরি দেওয়ার জন্য। ওঁরা প্রতিদিন কুমিরের কান্না কাঁদছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। তাঁর কথায়, আমি শিক্ষকদের জন্য চিন্তিত নই। কারণ, তাঁরা চাকরি পাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করবেন, তারপর বলবেন বাড়ির কাছে বদলি দাও। আজ উৎসশ্রী, কাল শুভশ্রী বলে আবেদন করবেন। বেতন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন। কিন্তু আসল কাজ করবেন না, পড়াবেন না। সেই কারণেই আমি শিক্ষকদের জন্য চিন্তিত নই, চিন্তিত পড়ুয়াদের জন্য।

এসএলএসটি শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার জট খোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, মনে রাখুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগের সব ব্যবস্থা করে দিলেও বিরোধীদের অন্যায্য মামলার জটে আটকে ছিলেন যোগ্যরা। আশা করি খুব শিগগিরিই সবার মুখে হাসি ফুটবে। জট কাটার দিকে এগচ্ছে। অ্যাডভোকেট জেনারেলকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। লক্ষণীয়, সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সোমবারই এজির সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন তৃণমূল মুখপাত্র।

আজ রাজ্য বাজেট পেশ

(প্রথম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির জোগান দিতে রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে তেমনই আছে আবাস যোজনার টাকাও। আছে ১০০ দিনের কাজের উপাদান বাবদ বকেয়া, তেমনই আছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও। বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। বকেয়ার তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকা চেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকী দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা পাননি। এই অবস্থায় গতকালই কলকাতার রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকেই মমতা ঘোষণা করে দিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে তাঁর সরকার। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে।

১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। মজুরির টাকা সরাসরি মজদুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরির টাকা মজদুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে রাখা থাকছে। ২১ লক্ষ মজদুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবে না। আবার আবাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে বলে খবর। এদিকে রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়া কেন এবারের অধিবেশনের সূচনা কেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়া বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়াটা কোনও বেআইনি বিষয় নয়। এটা সংবিধানবহির্ভূত নয়, সংসদীয় রীতিবহির্ভূতও নয়। ১৯৬২ সালের সংসদে একই ভাবে আগের অধিবেশন মুলতুবি করা হয়েছিল। সেবার রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছাড়াই সংসদের বাজেট অধিবেশন বসেছিল। ২০০৪ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তিনি আরও বলেন, যে অধিবেশন এখন চলছে, তা গত বছর শীতকালীন অধিবেশনেরই ধারাবাহিকতা। এটি এই বছরের প্রথম অধিবেশন নয়। কারণ, গত অধিবেশনেরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই অধিবেশনটি হচ্ছে। তাই রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে এই বাজেট অধিবেশন শুরু করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে আমি এই অধিবেশন শুরুর আহ্বান জানিয়েছি।

প্রশ্ন জমা দিয়ে অনুপস্থিত
বিধায়কদের কড়া বার্তা অধ্যক্ষের

প্রতিবেদন : কড়া পদক্ষেপ অধ্যক্ষের। কোনও বিধায়ক বিধানসভায় প্রশ্ন জমা দিয়ে যদি তার উত্তর শোনার জন্য উপস্থিত না থাকেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে এবার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরের ২-৩ দিন তাঁকে আর প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না। বুধবার কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সব দলের সদস্যদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অধ্যক্ষ বলেন, প্রশ্ন জমা দিচ্ছেন, অথচ বিধায়করা সেই প্রশ্ন অধিবেশনে উত্থাপন করছেন না। এমনকী সময়মতো আসছেনও না। মন্ত্রীরা উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা আসছেন না। এটা বারবার ঘটছে। বুধবার অধিবেশনের শুরুতেই ঘটনার সূত্রপাত। এদিন সভায় প্রথম প্রশ্নকর্তা ছিলেন বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি অনুপ কুমার সাহা। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম ধরে ডাকার পর দেখা যায়, তিনি গরহাজির। এরপর দেখা যায়, আরও দু'জন বিধায়ক একইভাবে প্রশ্ন জমা দিয়েও সভায় আসেননি। এঁরা হলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু এবং মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল।

প্রশ্ন জমা দেওয়া সত্ত্বেও, একের পর এক বিধায়কের গরহাজিরায় সভাকক্ষেই তিনি বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ক্ষুব্ধ স্পিকার বলেন, মন্ত্রীরা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সভায় বসে রয়েছেন। উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসছেন। অথচ যিনি প্রশ্ন করবেন, তিনিই সভায় নেই। আমাকে বিধানসভা চালাতে হয়। মন্ত্রীরা প্রস্তুত হয়ে আসবেন। আর প্রশ্নকর্তা আসবেন না। এভাবে সভা চলতে পারে না। বারবার এ-ধরনের ঘটনা তিনি সাফ জানিয়ে দেন, প্রশ্ন জমা দিয়ে জবাব দেওয়ার দিনে প্রশ্নকর্তা সভায় না এলে, সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে পরবর্তী ২-৩ দিন আর প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না।

পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৩ প্রকল্পে এই প্রথম পাকা হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তা

প্রতিবেদন : মাটির রাস্তা ধরে যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন কুলপির বহু গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। সেই পরিস্থিতি এবার বদলে দিতে চলেছে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' ফোনে আবেদন। বেহাল রাস্তার সমস্যা নিয়ে এই ফোন নম্বরে অভিযোগ জানান এলাকাবাসী। আর তার জেরেই পাকা রাস্তার অনুমোদন মিলেছে। ফলে এখানকার কোনও কোনও গ্রামে এই প্রথম পাকা রাস্তা হবে। কুলপির বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাজিরমহল চিটামারি গ্রামের দেড় কিমি রাস্তা নিয়ে ভুগছিলেন মানুষ। মৎস্যজীবীরা নদীতে যেতে এই রাস্তা ব্যবহার করেন। সমস্যা থাকলেও এতদিন সুরাহা হয়নি। শেষে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোন করার পরই রাস্তা পাকা করার সিদ্ধান্ত হল। এরকম কালীতলা গ্রামের বাসিন্দারাও মাটির রাস্তা নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোনে জানিয়ে পিচ রাস্তা পেতে চলেছেন। অন্য পঞ্চায়েতগুলিতেও রাস্তার ভোল পাল্টানো হবে দ্রুত। রাস্তাশ্রী-পথশ্রী ৩ প্রকল্পে জেলার ১২৫০টি রাস্তা তৈরির অনুমোদন দিয়েছে পঞ্চায়েত দফতর। এর একটা বড় অংশে এই প্রথম ঢালাই হবে। আগামী দিনে কোথাও আর কাঁচা রাস্তা থাকবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

কুলপি

কালাকানুন মানব না, ধরনায় শপথ শ্রমিকদের

(প্রথম পাতার পর)

এদিন ৩৪ বছরের বাম রাজত্বে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে একযোগে সরব হন রাজ্যের দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক ও মানস ভুঁইয়া। ধরনা মঞ্চ থেকে মলয় ঘটক বলেন, দিল্লির সরকার শ্রম আইন পাল্টে দিচ্ছে, শ্রমিকদের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ-রাজ্যে শ্রম কোড কার্যকর করতে দেননি। বাম আমলে চা-বাগান শ্রমিকদের বছরে মাইনে বাড়ত মাত্র ৩-৪ টাকা। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের মাইনে বহুগুণ বাড়িয়েছেন। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ৩৪ বছরে বামেরা শ্রমজীবী মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের টুঁটি টিপে ধরতে চায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন। ভারতে এখন শিল্পের কেন্দ্রস্থল বাংলা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও বাংলা দেশে প্রথম। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত মারবে, বাংলার মাটিতে লাখ লাখ মমতা তৈরি হবে। গ্রামে গ্রামে দমকল কেন্দ্র করে দিচ্ছেন তিনি, কোথায় পাবেন এমন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী? মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রের সরকার। আর এখন শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অধিকারকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য সর্বনাশা আইন এনেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, গোটা দেশে গণতন্ত্র আজ ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জাত-ধর্ম-বর্ণ কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে তৃণমূলস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নের জোয়ার পৌঁছে দিয়েছেন। ধরনা কর্মসূচির ষষ্ঠদিনে মঞ্চে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাংসদ দোলা সেন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, শ্রীকান্ত মাহাতো, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার, জয়প্রকাশ মজুমদার, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ নায়েক প্রমুখ। এদিন ধরনা কর্মসূচিতে একটি ছোট পরিবর্তন হয়েছে। হুগলির পরিবর্তে ১২ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। ১৩ ফেব্রুয়ারি ধরনায় বসবে হুগলি জেলা নেতৃত্ব। আজ, বৃহস্পতিবার ধরনায় তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল।

ভার্চুয়াল বৈঠক অভিষেকের

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়াও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রচারও আরও জোরদার করতে হবে। বিজেপির অন্ধ ধর্মান্ধিতা ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি তার বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে জোরদার লড়াই করতে হবে। এই বার্তাগুলি আরও বিশদে দিতে পারেন অভিষেক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২১ সালে মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতা নেপাল সাহাকে খুনের দায়ে ৪ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল কান্দি মহকুমা আদালত। আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনালেন বিচারক

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ভূমির অধিকার ডুয়ার্সের পেলেন অসুর সম্প্রদায়

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জমির অধিকার পেলেন ডুয়ার্সের অসুর সম্প্রদায়। বাম আমলে বহু আবেদন-নিবেদন করেও মেলেনি ভূমির অধিকার। কিন্তু তৃণমূল সরকারের হাত ধরেই এই প্রথম ডুয়ার্সে জমির অধিকার পেল আদিবাসী জনজাতির অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে এই অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি এলাকায় রয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটাতেও রয়েছে অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই নাগরাকাটা ব্লকের ক্যারন চা-বাগানের নব্বইটি অসুর পরিবার মঙ্গলবার হাতে পেল ভূমির অধিকার। এ-বিষয়ে নাগরাকাটা ব্লকের বিডিও পঙ্কজ কোনার জানান, রাজ্য সরকার অসুর সম্প্রদায়ের মানুষদের হাতে জমির অধিকার তুলে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার তাদেরকে আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচতে অনুপ্রেরণা জোগাল। ভারত ভুটান সীমান্তের ক্যারনে এলাকায় বসবাসকারী অসুরদের বেশিরভাগই চা-শ্রমিকের কাজ করেন। এছাড়াও দিনমজুরি করেও জীবিকা নির্বাহ করে বেশ কিছু পরিবার । এদিন ব্লক প্রশাসন শিবির করে তাদের হাতে পাট্টা তুলে দেয়। পাট্টার কাগজ হাতে পেয়ে খুশির হওয়া অসুর মহল্লায়। এই অসুর সম্প্রদায়েরই এক জনপ্রতিনিধি ললিতা অসুর জানিয়েছেন, ‘‘আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া এক জনজাতি। আমাদের ভূমির অধিকার দিয়ে রাজ্য সমাজে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। এর ফলে খুশির হাওয়া মহল্লায়। প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শিবির করে অসুর সম্প্রদায়ের হাতে জমির পাট্টা তুলে দিচ্ছেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা।

মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁস

ষড়যন্ত্রের মূল পান্ডা গৃহশিক্ষক গ্রেফতার

প্রতিবেদন : বড় সাফল্য মানিকচক থানার। গ্রেফতার হল মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ষড়যন্ত্রের মূল চক্রের পান্ডা। তিনি পেশায় গৃহশিক্ষক। মঙ্গলবার রাতে মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের বালুটোলা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের পান্ডা জীবন দাসকে গ্রেফতার করে মানিকচক থানার পুলিশ। এই গোটা বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে পরপর তিনদিন প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত হয়। প্রতিটি প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্তই করা হয় মালদহ জেলা থেকে। শুরু হয় তদন্ত। মঙ্গলবার রাতেই সন্দেহভাজন গৃহশিক্ষক জীবন দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গোপালপুর এলাকায় তাঁর একটি কোচিং সেন্টার রেয়েছে। সেখান থেকেই এই চক্রান্ত অপারেট করা হত। প্রথম থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় একটি দল জড়িত বলে জানিয়ে এসেছিলেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি বলেন, যারা এই ধরনের অসাধু কাজের সঙ্গে যুক্ত, পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায়, পর্ষদকে বদনাম করতে চায়। তাঁরা ধরা পড়লে সামগ্রিক ভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভাল। মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভাল। এই খবরে আমি খুব খুশি।

দুর্ঘটনাস্থলে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা

ভুট্টাবোঝাই লরি-স্করপিও সংঘর্ষ, মৃত ৬

দুর্ঘটনাস্থলে চলছে উদ্ধারকাজ।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ মৃত্যু হল ৬ জনের। বুধবার রাতে করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের স্করপিও এবং একটি পিক-আপ ভ্যানের সঙ্গে ভুট্টাবোঝাই ১৮ চাকার লরির ধাক্কা লেগে ঘটে বড়সড় দুর্ঘটনা। বুধবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিনও। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, ট্রেলারটি করণদিঘির দিক থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল দ্রুতবেগে। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। রাস্তার পাশে সেই সময় দাঁড়িয়ে ছিল স্করপিওটি। লরিটি ধাক্কা মারে ধাক্কা মারে গাড়িটিকে। এরপর রায়গঞ্জের দিক থেকে আসা একটি পিক-আপ ভ্যানকেও ধাক্কা মারে। লরিটির চাকা দুর্ঘটনার পর একেবারে উপর দিকে উঠে যায়। ঘটনার সময় জাতীয় সড়কে ছিলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। দুর্ঘটনায় তাঁরও মৃত্যু হয়। ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। প্রাথমিক উদ্ধারকাজ শুরু করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহগুলিও উদ্ধার করা হয়। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মধ্যরাত পর্যন্ত চলে উদ্ধারকাজ। কীভাবে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে পুরো বিষয়টির তদন্ত করা হবে।

উত্তরের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ব্যুরো রিপোর্ট : বুধবার হাওড়া পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যজুড়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে উত্তরের বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল এনবিএসটিসির ৩১ টি নতুন বাস। বিভিন্ন রুটের ৩১টি নতুন বাসের ভাচুর্য়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই নামবে নতুন বাসগুলি। পাশাপাশি শিলিগুড়ির এসএফ রোডে আবাসন দফতরের একটি ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিপোর সংস্কারের কাজের শিলান্যাস করেন। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, পাপিয়া ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ডের ইন্টারলকিং ব্লক ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাস থেকে দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বুধবার এই নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর করাকালীন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল ও বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। জানা গেছে বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ডে ইন্টারলকিং ব্লক ইয়ার্ডের নির্মাণকাজের জন্য খরচ হবে ৬৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলেন, বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ডে ইন্টারলকিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের জন্য জন্য বালুরঘাটবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।

এনবিএসটিসির নয়া বাস পরিষেবার সূচনায় পার্থপ্রতিম রায়।

শিলিগুড়িতে রয়েছেন গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, পাপিয়া ঘোষ।

ট্যাবলোর উদ্বোধন

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সদর আলিপুরে পথশ্রী ৩-এর ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। বুধবার এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, হরসিমরন সিং, সৌমেন পাল, ডিআইসিও অনন্যা মজুমদার প্রমুখ।

বন্দুক ঠেকিয়ে লুঠ

প্রতিবেদন : মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে স্বর্ণকারের কাছ থেকে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা। সোনার এই ব্যবসায়ী মঙ্গলবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথেই এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা ছিনিয়ে নেয় কয়েক লক্ষ টাকার সোনা-রূপার গয়না এবং নগদ অর্থ। মালদহের কুশিদার ঘটনা।

৮ যাত্রী প্রতীক্ষালয়

প্রতিবেদন : কালিয়াগঞ্জ ব্লকে ৮ টি নবনির্মিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে সাঁতরাগাছির সরকারি সভা মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ওই ৮টি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করেন তিনি। কালিয়াগঞ্জে ছিলেন সুরেন্দ্রকুমার মিনা, হিরন্ময় সরকার, নিতাই বৈশ্য প্রমুখ।

আমার বাংলা
8 February, 2024 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এটিএম জালিয়াতি

■ এটিএম জালিয়াতি চক্রের হদিশে বড় সাফল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের। ১৭টি এটিএম কার্ড, একটি মিনি কার্ড সোয়াইপ মেশিন, ১১টি সিম কার্ড সহ উদ্ধার নগদ ৭ লক্ষ টাকা, ঘটনায় গ্রেফতার ১। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশের একটি টিম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রা গ্রামের গোলাম মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গোলাম মণ্ডলের কাছ থেকে ১৭টি এটিএম কার্ড, একটি মিনি কার্ড সোয়াইপ মেশিন, ১১টি সিম কার্ড-সহ উদ্ধার নগদ ৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে।

শস্য খেল হাতি

■ ফের গ্রামে হাতির হামলা। তছনছ করল বাড়ি। সাবাড় করল মজুত শস্য। মঙ্গলবার রাতে বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তের ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোরিয়া গ্রামে হানা দেয় একপাল হাতি। গ্রামবাসীদের ঘরে রাখা ধান, ভুট্টা খেয়ে ২০ একরের মতো ভুট্টার খেত তছনছ করে দেয় হাতির দল। অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতরের কর্মীরা। পটকা ফাটিয়ে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হাতির দলটিকে এলাকাছাড়া করে। ভোররাতে দলটি নেপালের ঝাপা জেলার জঙ্গলে ফিরে যায় বলে জানা গিয়েছে।

গ্রিল ভেঙে চুরি

■ জানালার গ্রিল ভেঙে চুরি লক্ষাধিক টাকা ও গহনা। দক্ষিণ দিনাজপুরের তালতলার ঘটনা। ওই বাড়ির মালিকের অভিযোগ, সপ্তাহখানেক আগে তিনি চিকিৎসার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তিনি জানতে পারেন বাড়ির জানালা ভাঙা। এরপর সকালে এসে দেখেন তাঁর জানালার গ্রিল ভাঙা রয়েছে, চুরি গিয়েছে সোনার অলংকার সহ নগদ লক্ষাধিক টাকা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চুরির অভিযোগে ধৃত

■ স্কুটারের ডিকি থেকে ৬০ হাজার টাকা। চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম চন্দন গোয়ালা। চন্দন এর আগেও বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ির গেটবাজার সেন্ট্রাল কলোনি এলাকার বাসিন্দা শুক্লা মণ্ডলের অভিযোগ, গত ৩১ জানুয়ারি তিনি ভক্তিনগরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ৬৫ হাজার টাকা তুলে স্কুটারের ডিকিতে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন।

উত্তরণকে সাজাতে উদ্যোগ পুরনিগমের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তির নামকরণ করেছেন উত্তরণ। সেই উত্তরণকেই ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। ১০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি শহরে ১৫৪টি নোটিফায়েড বস্তি রয়েছে ও ১২টি নন নোটিফায়েড। এবার দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী ভূমিহীন পরিবারগুলির জমিনের বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হবে। হোল্ডিং নম্বরের ভিত্তিতে তা নথিভুক্ত করা হবে। এদিকে রাজ্যের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ৪ কোটি টাকার বরাদ্দ মিলেছে বস্তি উন্নয়ন বাবদ। এর মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বস্তি এলাকায় বড় অংশে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও

১০ কোটি টাকা ব্যয়
রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন
শুরু হয়েছে আবাসন তৈরির কাজ
ভূমিহীনদের জমির অধিকার

নিকাশির কাজ রয়েছে। পুরনিগমের দুই নম্বর ওয়ার্ডে নয়া বস্তি এলাকায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প রয়েছে। ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত বিটুমিনাস ও পেপার

ব্লকের রাস্তার নির্মাণকাজে হাত দিয়েছে পুরনিগম। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বস্তি এলাকায় নিকাশি নির্মাণ এবং পেপার ব্লকের রাস্তা বাবদ ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বস্তি উন্নয়ন বিভাগের তরফে ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও স্ল্যাব তৈরির কাজ হবে। এছাড়া পুরসভার ৩৭ নম্বর চয়নপাড়া ওয়ার্ডে ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজারের কাজ সহ বেশ কয়েকটি রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং আবাসন নির্মাণকাজ রয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বস্তি এলাকাগুলিতে। কুলিপাড়া, মহামায়া কলোনি, উৎপল নগরে রাস্তাঘাট সংস্কার বাবদ ৩১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৮০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চলতি বছরে প্রতি ঘরে পরিস্রুত জল পৌঁছতে রাজ্যের উদ্যোগ

প্রতি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছতে হল কর্মশালা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি বছরে গ্রামের প্রতি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই কাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। এই মর্মে বুধবার দিনহাটার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে হল কর্মশালা। উদ্বোধন করেন দিনহাটা ১, দিনহাটা ২, সিতাই ও তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা। ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, দিনহাটার প্রশাসনের আধিকারিকরা। কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে পানীয় জল। যে যার ঘরে বসে খাবার জন্য পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন। বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যাতে প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা গ্রামসভা করে গ্রামবাসীদের এ-ব্যাপারে সচেতন করেন সে-ব্যাপারে এই কর্মশালায় আয়োজন করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের একাংশ ভুল বুঝে যাতে বাড়ির সামনে পাইপলাইন বসানোর কাজে কোনওভাবে বাধা না দেন সে-ব্যাপারে সচেতন করা হবে গ্রামবাসীদের।

কোচবিহারে কর্মশালার উদ্বোধন।

আদিবাসী মহল্লায় ৪ কোটি ব্যয়ে হচ্ছে পানীয় জলপ্রকল্প

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আদিবাসী উন্নয়নের কথা একমাত্র ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝের ডাবরি চা-বাগানের আদিবাসী মহল্লায় আসতে চলছে পরিস্রুত পানীয় জল। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৩৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিশুদ্ধ পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এখানে। মাঝের ডাবরি চা-বাগানের আদিবাসী মহল্লার প্রতিটি বাড়িতে জল স্বপ্ন প্রকল্পে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। উপকৃত হবেন প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী পরিবার। পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের এই কাজে খুশির হাওয়া চা-বাগানের আদিবাসী মহল্লায়। ইতিমধ্যেই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্রুত শেষ হবে কাজ। এরপরই প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে পরিস্রুত পানীয় জল। স্বাভাবিক ভাবেই হাসি ফুটেছে বাসিন্দাদের মুখে। তাঁরা বলেন, এতদিন নোংরা জল খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। কেউ আমাদের কথা ভাবেননি। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথা ভেবেছেন। তাঁর উদ্যোগেই গ্রামে আসবে পরিস্রুত জল।

দ্রুতগতিতে চলছে প্রকল্পের কাজ।

জনসংযোগে সমাধানের আশ্বাস

প্রতিবেদন : চা-বাগানে জনসংযোগে গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের রেশন, পানীয় জল, রাস্তাঘাট সহ নানান সমস্যার কথা শুনলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন। বুধবার মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানে ওই কর্মসূচি হয়। এদিন জেলাশাসক রীতিমতো বাসিন্দাদের সঙ্গে মাটির উপরে কার্পেটে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঠিকমতো চা-শ্রমিকেরা পাচ্ছেন কি না জিজ্ঞেস করেন। নিজের হাতে পূরণ করে দেন আবেদনপত্রও। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, দ্রুত সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াল পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে পুলিশের পক্ষ থেকে চলছে জনসংযোগ কর্মসূচি। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার উদ্যোগে রায়গঞ্জ ব্লকের ৭ নং শীতগ্রাম অঞ্চলে ছয়টি ক্লাবকে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হল। একই সঙ্গে ১৫টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ১৫টি মশারি বিতরণ করা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়ে দেখানো হয়। ছিলেন আইসি বিশ্বশ্রয় সরকার, মহিলা থানার আইসি তপতী দে চৌধুরী প্রমুখ।

বক্সায় ছাড়া হল চিতল হরিণ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘেদের জন্য ফের একবার জঙ্গলের গভীরে ছাড়া হল চিতল হরিণ। একটা সময় বক্সায় বাঘ নেই বলে গুজব রটেছিল। এর পর বিভিন্ন সময়ে বক্সার বাঘ বনে বাঘের উপস্থিতির ছবি ও তথ্যর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছে বন দফতর। এমনকী অসম থেকে বাঘ এনে ছাড়ার কথাও চলছিল এখানে। তাই বাঘেদের খাদ্য ভাণ্ডার তৈরি করতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফায় কয়েকশো চিতল হরিণ ছাড়া হয়েছে এই বাঘ বনে। বুধবার বন আধিকারিক এবং পশু চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ৫২টি চিতল হরিণ

সফলভাবে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের মূল অঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই চিতল হরিণগুলিকে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ বিভাগের অধীনে নদিয়ার বেথুয়াডহরি ওয়াইল্ডলাইফ অভয়ারণ্য থেকে দুটি বড় গাড়িতে বক্সায় নিয়ে আসা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১৭ জানুয়ারি দুপুরে স্থানীয় জয়দেব দত্তের মোটরসাইকেল চুরি যায়। চুরির মামলার তদন্তে নেমে সোমবার আসামিকে গ্রেফতার করে বুধবার বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ

আমার বাংলা

8 February, 2024 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

৬ বছর ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়েও মনের জোরে মাধ্যমিক দিচ্ছে হাসনা বানু

সুনীতা সিং • ভাতার

৯ বছরের মেয়েকে প্রথম বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ধরা পড়ে রক্তে হিমোগ্লোবিন দ্রুত কমছে। এর পর কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান, রক্তে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে। ধারদেনা করে বাবা নিয়ে বাবা যান মুম্বইয়ের বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালে। সেখানে টানা এক বছর চলে চিকিৎসা। এভাবে ২০১৮ থেকে ছ'বছর কেটে গিয়েছে। এবার সেই কিশোরী হাসনা বানু বাবার সঙ্গে টোটোয় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। স্কুলের দিদিমণিরা তাকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নপূরণ সফল হোক বলে আশীর্বাদ করেছেন। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোল পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হল ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয় হাসনা বানু। আগের কয়েক বছর নিয়মিত চিকিৎসার জন্যে মুম্বই যেতে হলেও মনোবল হারায়নি সে। কেমোথেরাপি চলাকালীনই

বলগোনার স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতালি মৈত্র বলেন, ''আমরা সব সময় ওর পাশে ছিলাম। অসুস্থতার জন্যে পড়ায় যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সে ব্যাপারে সচেষ্ট আছি।'' বাবা শেখ মানোয়ার কলকাতার এক বস্ত্রবিপণির সামান্য কর্মী। মেয়ের মাধ্যমিকের জন্যে দু'সপ্তাহ ছুটি নিয়ে এখন বাড়িতে আছেন। তিনিই টোটো করে সকালে ১০ কিলোমিটার দূরে এরুয়ারের স্কুলে নিয়ে যান। স্কুলের সামনে বসে থেকে মেয়েকে নিয়ে একবারে বাড়ি ফেরেন। তিনি বলেন, ''রক্তের ক্যানসার জয় করে মেয়ে পড়ায় ফিরেছিল। কিন্তু ওষুধ ও কেমোথেরাপির জন্যে স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হওয়ায় টানা এক ঘণ্টা পড়ার ক্ষমতা থাকে না। মাথা ঘোরা, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া, এমনকী পড়তে পড়তে দেখতে না পাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। চাপ পড়লেই অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসনা। মুম্বইয়ের ডাক্তারদের পরামর্শমতো তখন ওকে বেশি ডোজের ওষুধ দিতে হয়।'' বর্ধমান মেডিক্যালের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ রজত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ সাউরা হাসনার মনের জোরের প্রশংসা করে বলেন, ''ক্যানসার মানেই সব শেষ নয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু এবং পুরো মেয়াদ শেষ করা গেলে একাধিক ক্যানসারের ক্ষেত্রে ভাল ফল মিলছে। এক্ষেত্রে মনের জোরটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেটা ওর আছে।'' হাসনার মা ফিরোজা বেগম জানান, ''এরকম অসুস্থ অবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে সবাই নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে নাছোড় মেয়ে।'' হাসনার একটাই কথা, ''যত কষ্টই হোক, আমাকে পড়তেই হবে। আমি সিআইডি অফিসার হতে চাই।''

দিঘায় মুসলিম পর্যটকদের সুবিধার্থে রাজ্য দিচ্ছে জমি

জগন্নাথ মন্দিরের পর হবে মসজিদ

শান্তনু বেরা • দিঘা

সৈকতনগরী দিঘায় বেশ কিছুদিন ধরে বিশালাকার জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকাজ চলছে। এবার মুসলিম পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে তাঁদের সুবিধার্থে দিঘায় তৈরি হতে চলেছে মসজিদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছর আগে সেখানে মসজিদ তৈরির কথা বলেছিলেন। অবশেষে এখানে মসজিদ তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করা হল। রাজ্য সরকার জমি দেবে এবং তাতে মসজিদ তৈরি করবে মুসলিম সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। আগামী এপ্রিলে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেই সংখ্যালঘু পর্যটকদের জন্য মসজিদ তৈরির বিষয়টি সামনে এল। এ বিষয়ে জমিয়তে

সংখ্যালঘু পর্যটকদের জন্য এবার নিউ দিঘা পিকনিক কমপ্লেক্সের কাছে সৈকতের গা ঘেঁষে রাজ্যের দেওয়া প্রায় ২ একর জমিতে হবে মসজিদ

উলামায়ে হিন্দের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক আব্দুস সামাদ জানান, ''কয়েক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করা হয়েছিল যে সমুদ্রসৈকতে অনেক মুসলিম পর্যটক আসেন। তাঁদের প্রার্থনা করতে সমস্যা হয়। তখনই তিনি মসজিদ তৈরির বিষয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলাশাসককে। তখন থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।'' দিঘায় এই মসজিদ তৈরি হবে ২ একর ১১ ডেসিমেল জমিতে। নিউ দিঘা পিকনিক কমপ্লেক্সের কাছে সমুদ্রসৈকতের গা ঘেঁষে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের এই জমিটি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের হাতে মসজিদ তৈরির জন্য তুলে দেওয়া হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মসজিদ তৈরির জন্য জমি চেয়েছিল ওই সংগঠন। জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি জমি হস্তান্তর নিয়ে জেলাশাসকের দফতরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে পারে।

নতুন ১৫টি সিএনজি বাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাসে এসবিএসটিসির বাস উদ্বোধনে জেলাশাসক-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। বুধবার।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পরিবেশবান্ধব ও দূষণরোধের লক্ষ্যে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নতুন ১৫টি সিএনজি বাসের বুধবার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাসের অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক, নগর নিগমের চেয়ারপার্সন, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ।

জলের মিটার চুরি, ২৪ ঘণ্টায় ধৃত ২

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : কিছুদিন ধরেই পুর এলাকায় সজলধারার জলের মিটার চুরি যাচ্ছিল। মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর থানা অভিযোগ পেয়েই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলল। তাদের থেকে চুরি যাওয়া কয়েকটি জলের মিটার উদ্ধার হয়। বুধবার আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে এই চক্রে জড়িত অন্যদের ধরতে দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

স্কুলছুটদের জন্য রোজ অটোর ব্যবস্থা ডিএমের

সংবাদদাতা, শালবনি : সবুজ প্রকৃতির কোলে বেশ কয়েকটি লোধা পরিবারের বসবাস শালবনি ব্লকের পিরচক গ্রামে। এরই অনতিদূরে বুরিশোলে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালনে যান জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি। মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন পিরচক গ্রামের বেশ কয়েকজন শিশু প্রায়শই

স্কুলে যায় না। জানতে পারেন লোধা পরিবারের ওই বাচ্চারা প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। তারা স্থানীয় কুতুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কুতুরিয়া জুনিয়র হাইস্কুলের পড়ুয়া। তাদের বাবা-মা সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে যান। বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তাই হাতির ভয়ে তারা স্কুলে যেতে পারে না। জেলাশাসকের নির্দেশে প্রশাসন বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া সুনিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে একটি অটোর ব্যবস্থা করেছে। দেওয়া হয়েছে নতুন স্কুলব্যাগও। এর ফলে খুশি পড়ুয়ারা এখন হাসিমুখে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে।

৫ ফেরিঘাটে গ্যাংওয়ে, জেটি নির্মাণ ও পুনর্গঠন

ভার্চুয়াল উদ্বোধনে সভাধিপতি উত্তম বারিক, কাঁথির এসডিও সৌভিক ভট্টাচার্য, বিডিও উদয়শংকর মাইতি।

সংবাদদাতা, খেজুরি : বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সূচনা করেন পূর্ব মেদিনীপুরের ৫ ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে ও জেটির পুনর্গঠন কাজের। সুতাহাটা, খেজুরি ২ ও দেশপ্রাণ ব্লকের ৫ প্রকল্প এলাকায় হয় অনুষ্ঠান। খেজুরি ২ ব্লকের রসুলপুর ঘাটের বোগা ফেরিঘাটের অনুষ্ঠানে ছিলেন

সুতাহাটা, খেজুরি ২ ও দেশপ্রাণ ব্লকের

জেলা সভাধিপতি তথা পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক, কাঁথির মহকুমা শাসক সৌভিক ভট্টাচার্য, খেজুরি ২ ব্লকের বিডিও উদয়শংকর মাইতি প্রমুখ। জেটির সংস্কার করা হবে। সুতাহাটার কুঁকড়াহাটিতে নির্মাণ হবে নতুন একটি ভাসমান জেটি। বিভিন্ন এলাকার জেটি ঘাটগুলির নির্মাণ ও সংস্কারকাজ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

আপেল-কমলালেবুর মিশেলে নয়া জাতের কুল চাষে চমক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সরস্বতী পুজোর সঙ্গে কুলের সম্পর্ক বহুদিনের। বসন্তপঞ্চমীর সময় বিভিন্ন স্বাদের কুলে বাজার ছেয়ে যায়। কিন্তু আপেল ও কমলালেবুর মিশেলে এক বিশেষ ধরনের কুল এবার সকলের নজর কেড়েছে। দেখতে আপেলের আকৃতির, গন্ধ কমলার। এমনই সংকর আপেল-কমলা কুলচাষ করে তাক লাগালেন রঘুনাথগঞ্জের বাগপাড়ার কৃষক জিতেন মণ্ডল। বাজারে চাহিদার কথা মাথায় রেখে মূলত কাশ্মীরি আপেল কুল, নারকেল কুল চাষ করেন মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতেন। সরস্বতী পুজোর সঙ্গে কুলের সম্পর্ক চিরন্তন। শীতে গাছে ফল আসে এবং বসন্তের শুরুতে পেকে ওঠে। বাণিজ্যিকভাবে কুলচাষে যুক্ত জিতেনের নতুন কিছু করার চেষ্টা ছিল দীর্ঘদিনের। কয়েক বছর আগে প্রথাগত চাষ

রঘুনাথগঞ্জের বাগপাড়ায় জিতেন মণ্ডলের কুলগাছ।

থেকে সরে এসে নিজের ১০ কাঠা জমিতে কুলচাষ শুরু করেন তিনি। বেশ কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় ক্রসব্রিড আপেল-কমলা কুলের ভাল ফলন পেয়েছেন তিনি। এই সফলতার কথা জানিয়ে জিতেনের বার্তা, যাঁদের স্বল্প জমি বা চাষের অযোগ্য জমি আছে তাঁরা নাসারি থেকে চারা সংগ্রহ করে কুলচাষ করলে নিশ্চিতভাবে লাভবান হবেন। কলম পদ্ধতির কুলের চারাগাছে মাত্র এক বছরেই ফলন শুরু হয়। নিজস্ব আপেল-কমলা ক্রসব্রিড-সহ এবার ১৮ কাঠা জমিতে ৪ প্রজাতির কুলচাষ করেছেন। পাইকারি ১০০ টাকা কেজি দরে দেশি কুল বিক্রি করেছেন। এবার কাশ্মীরি আপেল কুল, নারকেল কুল এবং আপেল-কমলা ক্রসব্রিড কুল বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়বেন। এ প্রসঙ্গে জিতেন বলেন, ''জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও সঠিক পরিচর্যা করলে একটি গাছ থেকে ২০-২৫ কেজি কুল পাওয়া যায়। তাতে বাড়তি লাভ হয়।''

আমার বাংলা
8 February, 2024 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধরনা মঞ্চে যোগ দিতে

■ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনা ও গরিব মানুষের ১০০ দিনের টাকা আদায়ের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা ধরনা মঞ্চে যোগ দিতে কলকাতা রওনা দিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় ও বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন বিষ্ণুপুরের সমস্ত ব্লক ও শহর সভাপতি, জেলা আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব।

স্বাগত জেলাশাসক

■ বীরভূমের নতুন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজিকে বুধবার কর্মক্ষেত্রে স্বাগত জানাচ্ছেন সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

ফুল ও সবজি প্রদর্শনী

■ দুর্গাপুরের পিসিবিএল কলোনিতে শুরু হল পুষ্প ও সবজি প্রদর্শনী। কলোনির আবাসিকদের নিয়েই এই প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে কয়েক বছর ধরে। রকমারি ফুল ও বিভিন্ন ধরনের সবজির এই প্রদর্শনী শিল্পাঞ্চলবাসীকে আকর্ষণ করে। বুধবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন দুর্গাপুরের বনাধিকারিক অনুপম খান-সহ পিসিবিএল কারখানার আধিকারিকেরা।

২০২৩-এ পূর্ব বর্ধমানে ১ লক্ষ ২৮ হাজার রোগীকে ২০০ কোটির সহায়তা

রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথীই দুঃসময়ের প্রকৃত সাথী

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মধ্যেও দুঃসময়ে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হননি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন। বিশেষত, পূর্ব বর্ধমান জেলায় স্বাস্থ্যসাথী খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এক আর্থিক বছরেই এর ফলে উপকৃত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৮ হাজার রোগী। জটিল অপারেশন বা জটিল রোগ, সব ক্ষেত্রেই নিরাময়ে এখন সাধারণ মানুষের মুশকিল আসান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় চিকিৎসা পরিষেবাদানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র এই জেলা নয়, আশপাশের জেলা থেকেও প্রতিদিন কেবলমাত্র বর্ধমান হাসপাতালে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। প্রতিদিন বহু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। এই সমস্ত রোগীকে স্বাস্থ্যসাথী

কার্ডের মাধ্যমেও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। জেলার মোট ২৯টি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে মেলে পরিষেবা। এছাড়া জেলায় ১২৫টি বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পরিষেবাদানে যুক্ত। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩১৯ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন। এক বছরে এজন্য মোট ১৮০ কোটি ৯১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৮১ টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, আরও বেশি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। জেলায় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কাজ ও এই সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয় একটি কমিটি। গত মাসে জেলায় এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় জানান, বিজেপি আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে ঢাকঢোল পেটালেও সারা ভারতে তার নিটফল জিরো। পরিষেবা পেতে মানুষের হয়রানির সীমা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপির নানা অভিসন্ধিমূলক কাজ ও বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলার মানুষকে পরিবারের অসুস্থদের নিয়ে ভাবতে হয় না। স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা পাচ্ছেন গোটা বাংলা তথা জেলার মানুষ।

কৃষি সমবায় সমিতির ভোটে বিনা লড়াইয়ে জিতল তৃণমূল

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় ভোটে জিতে উল্লসিত তৃণমূল প্রার্থীরা।

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুরে ফের সমবায় সমিতির ভোটে জিতল তৃণমূল। রাম-বাম কেউই প্রার্থী দিতে পারল না জোড়া ফুল শিবিরের বিরুদ্ধে। বুধবার ছিল শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের জামিট্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। তৃণমূল ছাড়া কোনও দলই মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। সমিতির মোট আসন ৪৪। সব আসনে তৃণমূল প্রার্থী দেয়। মনোনয়নের শেষ দিনে বিরোধীরা কেউ প্রার্থী না দেওয়ায় সব আসনেই তৃণমূল জিতল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ফলে ফের এই সমবায় সমিতিতে তৃণমূলই ক্ষমতায় আসায় দলের কর্মী-সমর্থকেরা আবির খেলায় মেতে ওঠেন। খাড়ুইয়ের তৃণমূল নেতা শেখ সিরাজুলের নেতৃত্বে এই জয় এসেছে। জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা বলেন, গত বোর্ডের তৃণমূল সদস্যরা খুব ভাল কাজ করেছেন। তাঁদের জনপ্রিয়তার কাছে আগেই হেরে বসেছিল বিরোধীরা। তাই এবারের ভোটে তারা একটা আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি।

জামিট্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

নলি কেটে স্ত্রীকে খুন, জখম ছেলে পলাতক স্বামী

সংবাদদাতা, সবং : স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন করল স্বামী। বুধবার ভোররাতে সবং থানার বরদা এলাকায়। মৃত গৃহবধূ উমা দাস জানা (২৯)। বাবার আক্রমণ থেকে মাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয় ছেলে সন্তু জানাও। অভিযুক্ত স্বামী গুরুপদ পলাতক। ১৫ বছর আগে উমার সঙ্গে গুরুপদর বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে চললেও মাস কয়েক আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। বুধবার রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে গুরুপদ ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপায়। মায়ের চিৎকারে ছেলে সন্তু বাধা দিতে গেলে তাকেও ছুরির আঘাত করে গুরুপদ। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়রা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে উমা। কান্নাকাটি করছে ১৪ বছরের ছেলে সন্তু। মৃতের বাবা গুরুপদ দাস থানায় অভিযোগ করেন। পলাতক জামাই। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

চাকরির লোভে বাবাকে খুন, ছেলে পুলিশের জালে

সংবাদদাতা, অন্ডাল : গত ২৩ জানুয়ারি বাকোলা সুভাষ কলোনি সংলগ্ন জঙ্গলে গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় খনিকর্মী এতোয়ারি মিয়ার (৫৯)। চনচনি কোলিয়ারিতে কাজ করতেন তিনি। সেদিন পরিবার জানিয়েছিল, দু'দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফেরেননি এতোয়ারিবাবু। খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে রাতেই উখড়া ফাঁড়িতে নিখোঁজের ডায়েরি করে পরিবার। দু'দিন পর মঙ্গলবার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হলেও মৃতদেহের মুখে গভীর ক্ষতচিহ্ন থাকায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয় সন্দেহ। তদন্ত শুরু করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ পরিবারের সদস্য-সহ সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। বাবার মৃত্যু নিয়ে ছেলে আব্দুল হাকিমের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ করেন তদন্তকারী আধিকারিক। শেষ পর্যন্ত দু'সপ্তাহ পরে বাবাকে খুনের দায়ে মঙ্গলবার রাতে ধরা পড়ল গুণধর ছেলে। এতোয়ারিবাবুর চাকরিটি হাতাতে চেয়েই বাবাকে খুন করে ছেলে আব্দুল বলে জানা গিয়েছে। তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ বুধবার দুর্গাপুর আদালতে কোর্টে পেশ করে।

আয়ুষ চিকিৎসার প্রচার-প্রসারে শুরু তিনদিনের মেলা

নাজির হোসেন লস্কর • মগরাহাট

আয়ুষ চিকিৎসার প্রচার-প্রসারে মগরাহাটে শুরু হল তিনদিনের আয়ুষ মেলা। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগের ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্যজেলা এই মেলার আয়োজন করেছে। বুধবার উদ্বোধনের আগে মগরাহাট ২ ব্লক থেকে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত পদযাত্রায় পা মেলান স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষ। এরপর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন করেন ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্যজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়ন্তকুমার সুকুল। তিনি বলেন,

মগরাহাট হাসপাতালে উদ্বোধনে স্বাস্থ্যকর্তারা।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচার ও প্রসারই মেলার মূল লক্ষ্য। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ওষুধের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, ব্যয়বহুলও। আয়ুষ পদ্ধতিতে অনেক কঠিন রোগ সহজেই নিরাময় সম্ভব। সাধারণ মানুষ যাতে আয়ুষ সম্বন্ধে জানতে পারেন সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে মেলায়। থাকছে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং ওষুধদান, যোগা ও প্রাণায়াম প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। গর্ভবতী, শিশু ও বয়স্কদের খাদ্যতালিকা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মেলার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌরভ বিশ্বাস, বিডিও তুহিনশুভ্র মোহান্তি, সিডিপিও তন্ময় বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মগরাহাট ১ স্বাস্থ্য আধিকারিক অরূপ নস্কর প্রমুখ।

হাতির হানায় ভাঙল বাড়ি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ফের হাতির হানা থেকে প্রাণে বাঁচল দুই প্রতিবন্ধী-সহ পাঁচজনের পরিবার। আহত গ্রামের ৪ জন। সাঁকরাইল ব্লকের কুমোরদা এলাকায় ঢুকে পড়ে দলছুট দাঁতাল রাতভর তাণ্ডব চালায় গ্রামের এক বাড়িতে। বাবা, বোন,ও প্রতিবন্ধী মা, ভাইকে নিয়ে ঘরেই ছিলেন জগৎ শীট। হঠাৎই হাতিটি তাণ্ডব শুরু করায় প্রাণভয়ে প্রতিবন্ধী মা, ভাইকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে প্রতিবেশীদের ফোন করে ডাকেন। তাণ্ডবে বাড়িঘর চুরমারের পাশাপাশি হাতিটি নষ্ট করে বাড়িতে থাকা ফসল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার চায় নজর দিক প্রশাসন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারের নীতীশ কুমারের পর এবার উত্তরপ্রদেশের আরএলডি নেতা জয়ন্ত চৌধুরী ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে যোগ দিতে চান এনডিএ শিবিরে। সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে রাজ্যসভায় জেতা জয়ন্ত এবার রাজনৈতিক হিসাব কষেই বিজেপির জোটসঙ্গী হতে চান বলে খবর

দিল্লি দরবার

১১
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

গুজরাতকে ছাপিয়ে জিডিপিতে ৬ শতাংশের বেশি অবদান, বাংলার প্রশংসায় নীতি আয়োগ

এরাজ্যের গড় জিডিপি বহু বিজেপি রাজ্যের চেয়ে বেশি, সংসদে জানালেন মন্ত্রী

প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জাতীয় জিডিপিতে ৬ শতাংশের বেশি অবদান বাংলার। কেন্দ্রের লাগাতার বঞ্চনা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে রাজ্যের অগ্রগতি ছাপিয়ে গিয়েছে মোদির রাজ্য গুজরাতকে। সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ্যে এনে বাংলার প্রশংসা করল নীতি আয়োগ। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের জিডিপি ১৭.১৯ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকের মধ্যে ৯টিকে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের। ২২.৬২ লক্ষ কোটির অর্থনীতির গুজরাটের থেকে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র দূরীকরণে বিজেপি রাজ্যকে টেক্কা দিয়েছে বাংলা।

নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী, করোনা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রাজ্যের জিডিপির উত্থান প্রশংসনীয়। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের জিডিপি ছিল ১০.৭৬ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৮.৪১ শতাংশ। সেই জায়গায় গত বছর মোদির 'মডেল' গুজরাতের জিডিপি ছিল ৮.৩ শতাংশ। একইসঙ্গে বাংলার এই অর্থনৈতিক উত্থান দেশের সার্বিক জিডিপিতেও বড় অবদান রেখেছে। নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, দেশের সার্বিক জিডিপিতে বাংলার অবদান ৬ শতাংশের বেশি। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এদিকে ক্ষেত্রভিত্তিক জিডিপিতে অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান বেশি, সেই তথ্য উঠে এল সংসদেও। বুধবার লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রের তরফে এই তথ্য পেশ করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ দীপক অধিকারী জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে দেশের জিডিপিতে ক্ষেত্রভিত্তিক রাজ্যগুলির অবদান কত? এর জবাবে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিং-এর পেশ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপির গড় একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যের তুলনায় বেশি। যেমন ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ (১১.২), হরিয়ানা (৯.০), উত্তরাখণ্ড (১১.৬)। আর এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ১৪.২। এই একই আর্থিক বছরে সাধারণ বাণিজ্য, হোটেল, পরিবহণ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি অবদান ২২.০, যেখানে মধ্যপ্রদেশের অবদান ১৪.৬, হরিয়ানার ১৯.২, উত্তরাখণ্ডের ২০.১। আর্থিক ক্ষেত্র এবং আবাসনে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরাখন্ড এরাজ্যের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অবদান যেখানে ২০.৪, সেখানে মধ্যপ্রদেশ ৮.৩, উত্তরাখণ্ড ৮.৪। নির্মাণ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ (৮.২), মধ্যপ্রদেশ (৭.৫) এবং হরিয়ানা (৭.৩)। অর্থাৎ এরাজ্যের বিজেপি নেতারা যে মিথ্যাচারই করুক, নীতি আয়োগ থেকে কেন্দ্রের মন্ত্রকই মেনে নিচ্ছে বাংলা এগিয়ে।

মোদির ভাষণের প্রতিবাদে ওয়াকআউট

প্রতিবেদন : রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নেই বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর, বাংলাকে বঞ্চনা সহ দেশের জ্বলন্ত ইস্যুগুলির কথা। এরই প্রতিবাদে বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস কিছু সময়ের জন্য ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বুধবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির ধারপাশ দিয়েও যাননি তিনি। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের টার্গেট করে পুরোটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রচার। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দেশের বর্তমান চরম আর্থিক বৈষম্য যা সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ৩৯(খ) ও (গ) ধারার পরিপন্থী, সর্বকালীন সর্বোচ্চ বেকারত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে তছনছ করা, বাংলার পাওনা টাকা আত্মসাৎ করে গরিব বাঙালিকে ভাতে মারার কেন্দ্রীয় চক্রান্ত নিয়ে কোনও কথাই

বলেননি প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবাদে কয়েক মিনিটের জন্য কক্ষত্যাগ করেন তৃণমূল সাংসদরা। আলাদাভাবে অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও কক্ষত্যাগ করে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে বাজেট বিতর্ক শুরু হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যরা সভায় ফিরে আলোচনায় অংশ নেন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে বাজেট বিতর্কে অংশ নেন সাংসদ জহর সরকার ও ডাঃ শান্তনু সেন।

ইডি তলব এড়ানোয় কেজরিকে হাজিরার নির্দেশ দিল আদালত

প্রতিবেদন : বিপাকে পড়লেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ৫ বার কেন্দ্রীয় এজেন্সির সমন এড়ানোর পর এবার কড়া নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক দিব্যা মালহোত্রা।

ইডির তরফে গত ২ ফেব্রুয়ারি পঞ্চমবার কেজরিওয়ালকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো সেদিন সকালেও আপ প্রধান জানিয়ে দেন, ইডি দফতরে তিনি যাচ্ছেন না। অন্যান্যবারের মতো এবারেও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমর্থকরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারির আশঙ্কা প্রকাশ করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ভোটের আগে বিরোধীদের টার্গেট করছে মোদি সরকার। প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং সাংসদ সঞ্জয় সিং-এর মতো সিনিয়র আপ নেতারা ইতিমধ্যেই একই মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন। বারবার সমন এড়ানোয় ইডি আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গত শনিবার দিল্লির আদালতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৬৩ (৪) ধারায় অভিযোগ জানায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এই মামলায় বিগত বছরের এপ্রিল মাসে কেজরিওয়ালকে ৯ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের করা ৫৬টি প্রশ্নকে ভুয়ো বলে জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। তবে বুধবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত জানিয়ে দিল আর সমন এড়াতে পারবেন না কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমোকে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি ইডি দফতরে হাজিরা দিতেই হবে।

দুই কক্ষেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল

ধনীদের বাজেট, বঞ্চিত আমজনতা

প্রতিবেদন : বুধবার লোকসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, অপরূপা পোদ্দার। অন্যদিকে রাজ্যসভায় বক্তব্য পেশ করেন জহর সরকার ও ডাঃ শান্তনু সেন।

এদিন সৌগত রায় বলেন, অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী বাজেট নিয়ে আলোচনা শোনার কোনও প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁরা এতটাই অহংকারী। সাংসদের কথায়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দু'দিন ধরে মনরেগার বকেয়ার দাবিতে ধরনা করেছেন। বিজেপি সরকার বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে শেষ করে দিতে চায়। বাংলাকে ভাতে মেরে রাজ্যবাসীকে শাস্তি দিতে চায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে। সেই কারণেই আমরা বলছি এই বাজেট শুধুমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের পক্ষে এবং গরিব বিরোধী। তাঁর সংযোজন, আমরা ধরনা দিয়েছি, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তারপরেও কোনও লাভ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনি ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকা মিটিয়ে দেবেন। বিজেপিকে সৌগত রায়ের কটাক্ষ, তাদের বিশ্বাস আবার তারা ক্ষমতায় ফিরবে। তবে আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ২০০৪ সালে এই দলই সংসদে ইন্ডিয়া শাইনিং স্লোগান দিয়েছিল। বাজপেয়ী আগেই ভোট করিয়েছিলেন। যদিও সেই ভোটে বিজেপি হেরে যায়। সৌগত রায়ের মন্তব্য, এখন থেকেই আগামী ভোটে জিতব, এই

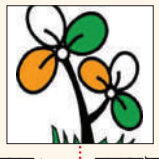

ঘোষণা করে দেওয়া সততার পরিচয় নয়। সৌগত রায় আরও বলেন, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালে সবচেয়ে বড় আর্থিক সংস্কার করা হয়েছিল যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। কর কাঠামোর সংস্কার করা হয়েছিল ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ এর মধ্যে। বর্তমানে এমন কেউ নেই, যিনি আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের অর্থনীতির পরিকল্পনা করতে পারবেন। মনমোহন সিংয়ের সমকক্ষ কেউ নেই।

অন্যদিকে রাজ্যসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে জহর সরকার বলেন, গত ৬৭ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যে অঙ্কের ঋণ নিয়েছে, গত ১০ বছরে এই সরকার তার থেকে তিনগুণ বেশি টাকা ঋণ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। তার একটাই কারণ, বাংলার মানুষ মোদি-শাহকে প্রত্যাখান করেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলাকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়েও সরব হন তিনি। বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে শান্তনু সেন বলেন, আমি অবাক হয়ে শুনলাম সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রচার। ২০১৪ তে শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আচ্ছে দিন আসতে চলেছে এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ সরকারের মূল লক্ষ্য। যদিও বাজেট দেখে মনে হচ্ছে, তা শুধুমাত্র দেশের কর্পোরেটদের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে। বঞ্চিত আমজনতা।

সমালোচনায় সুখেন্দুশেখর

প্রতিবেদন : রাজ্যসভায় বুধবার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দেশের মানুষের সমস্যাকে উপেক্ষা করার তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল। রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বক্তব্য রাখলেন মোদি। কিন্তু দেশের আসল সমস্যাগুলিকে যেভাবে উপেক্ষা করা হল, বাংলার গরিব মানুষের বঞ্চনা নিয়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নীরব রইলেন তার প্রতিবাদে তৃণমূল সদস্যরা কিছুক্ষণের জন্য কক্ষত্যাগ করে প্রতিবাদ জানান। দেশের সীমাহীন বেকারত্ব ও বেহাল আর্থিক অবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মৌনতা ধিক্কারযোগ্য।

দেশ বিদেশ

8 February, 2024 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইরানে যেতে এবার ভিসা লাগবে না ভারতীয়দের। ঘোষণা করল ইরান সরকার। শুধুমাত্র পর্যটনের ক্ষেত্রেই এই সুযোগ দেওয়া হবে। ভিসাহীন ভ্রমণের সুযোগ থাকবে ১৫ দিন। বিমানপথে এলেই এই সুযোগ পাওয়া যাবে

দিল্লিতে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের শিকার বাংলার তরুণী

প্রতিবেদন : খোদ দেশের রাজধানীতেই প্রশ্নের মুখে নারী-সুরক্ষা। এবার দিল্লিতে নৃশংস অত্যাচারের শিকার হলেন বাংলার এক তরুণী। দার্জিলিংয়ের এক তরুণীকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে দিল্লির বাসিন্দা ২৮ বছরের পারস নামের এক যুবক।

জাতীয় তথ্য অনুযায়ী, নারী সুরক্ষা বরাবরই রাজধানী দিল্লিতে দুশ্চিন্তার বিষয়। আরও একবার তার সাক্ষী রইল দিল্লি। বিশ্বাস করে বন্ধুর হাত ধরে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এখন পস্তাচ্ছেন দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা ওই তরুণী। জানা গিয়েছে, প্রায় তিন-চার মাস আগে সামাজিক মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা পারস নামের এক যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় দার্জিলিংয়ের ওই তরুণীর। পুলিশের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে নিগৃহীতা তরুণী জানান,

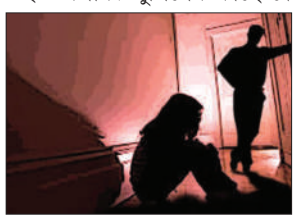

জানুয়ারির শুরুতে তিনি গৃহ-পরিচারিকার কাজের জন্য বেঙ্গালুরু যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এর মাঝে পারসের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে দিল্লি যান তিনি। তারপর পারসের বারংবার অনুরোধে বেঙ্গালুরু না গিয়ে দিল্লিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী, দক্ষিণ দিল্লির নেব সরাই এলাকার রাজু পার্কে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। স্থানীয় একটি হোটেলে রাঁধুনির চাকরি করত পারস। ওই তরুণীকেও চাকরি খুঁজতে সাহায্য করার আশ্বাস দেয় সে। পাশাপাশি দিল্লিতে তার সঙ্গে থাকতে বলে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, এরপরেই ধীরে ধীরে ওই যুবক তরুণীর উপর নির্যাতন শুরু করতে থাকে। তাঁকে এক সপ্তাহ ধরে লাগাতার মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। মহিলার অভিযোগ, তাঁর গায়ে গরম ডালও ঢেলে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করার পর যখন ওই তরুণী পারসকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন তখনই হিংস্র হয়ে ওঠে সে। প্রতিশোধ নিতে তরুণীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং তাঁর গায়ে ফুটন্ত ডাল ঢেলে দেয় এবং তরুণী ভয়ঙ্কর জখম হন। চিকিৎসা না করিয়ে তাঁকে একটি ঘরে আটকে রাখে অভিযুক্ত যুবক। সাহায্যের জন্য তরুণীর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা নেব সরাই থানায় ফোন করেন। তরুণীকে উদ্ধার করে এইমস-এ নিয়ে যাওয়া হয়। জানুয়ারির শেষে ওই তরুণীকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেই সময় তাঁর শরীরে প্রায় ২০টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতাল থেকে তাঁকে সম্প্রতি ছাড়া হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত পারসকে। সুস্থ হওয়ার পর তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি ফের দার্জিলিংয়েই ফিরে যেতে চান। সেইসঙ্গে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন নিগৃহীতা তরুণী।

নজরে লোকসভা, জয়ললিতার দল এবার ভাঙাল বিজেপি

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ভারতে বিজেপির ক্ষমতা কার্যত শূন্য। একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে গোহারা হেরেছে নরেন্দ্র মোদির দল। আর এবার নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা মেটাতে লোকসভা ভোটের আগে অন্য দল ভাঙিয়ে শক্তিবৃদ্ধির মরিয়া চেষ্টা শুরু করল গেরুয়া শিবির। শুধু উত্তর আর পশ্চিম ভারতের ভরসায় থেকে যে ক্ষমতায় আসা যাবে না তা বুঝেই দল ভাঙানোর খেলা শুরু। এবার তাদের টার্গেট প্রয়াত জয়ললিতার দল এআইএডিএমকে।

তামিলনাড়ুতে জমি শক্ত করতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকের একঝাঁক নেতাকে যোগদান করাল গেরুয়া শিবির। বুধবার দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজীব চন্দ্রশেখর এবং এল মুরুগানের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন এডিএমকে ১৫ জন প্রাক্তন বিধায়ক। সেই সঙ্গে প্রয়াত জয়ললিতার দলের এক প্রাক্তন সাংসদও পদ্ম-শিবিরে শামিল হয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানকারী নেতাদের মধ্যে রয়েছেন, কে ভেদিভেল, এম ভি রত্নম, আর চিন্নাস্বামী এবং পি এস কান্দস্বামীর মতো দ্রাবিড় রাজনীতির পরিচিত মুখেরা। রাজনৈতিক মহলের দাবি, দক্ষিণে জমি হারিয়ে অন্য দল ভাঙিয়ে এভাবেই লোকসভা ভোটে জমি শক্ত করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির।

ভোটের আগেই রক্তাক্ত পাকিস্তান

ভয়াবহ বিস্ফোরণ বালুচিস্তানে, হত ২৮

প্রতিবেদন : জাতীয় নির্বাচনের একদিন আগে ফের রক্তাক্ত পাক- মুলুক। ভোটের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মাঝেই ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ। বালুচিস্তানে এক প্রার্থীর অফিসের সামনে পর পর বিস্ফোরণে নিহত ২৮, আহত অসংখ্য। বৃহস্পতিবারই পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন। তার আগে ব্যাক টু ব্যাক বিস্ফোরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গেল।

এমনিতেই আর্থিক সংকট সহ জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার পাকজনতা। তার উপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিকেয় উঠেছে। গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানে পর পর সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে আলোচনা গোটা বিশ্বজুড়ে। তার মাঝেই ভোটের আগের দিন এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড। বালুচিস্তানের পিশিনের খানোজাই এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। আসফান্দ ইয়ার খান কাকর নামে এক নির্দল প্রার্থীর রাজনৈতিক কার্যালয়ের বাইরে এই বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি কার্যালয়ে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বলে মত তাঁর সমর্থকদের।

বিগত কয়েকমাসে বারবার শিরোনামে এসেছে পাকিস্তান। ইমরান খানের জেলবন্দি হওয়ার ঘটনায় বেশ প্রভাব পড়েছে সে-দেশের ভোটে। আদালতের নির্দেশে তিনি জেলবন্দি হতেই তাঁর সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাকিস্তানের শেষ সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদের ভোটে জেতেন ইমরান খান। আর চলতি বছরের ভোটে প্রার্থীও হতে পারেননি ইমরান। বরং তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঘিরেই বড় প্রশ্নচিহ্ন। এপর্যন্ত তিনটি মামলায় দীর্ঘ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে তাঁর। পাশাপাশি তাঁর পার্টি তেহরিক- ই- ইনসাফকে ব্যাট প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে পিএমএনএল (নওয়াজ) পার্টির বিরুদ্ধে। এর মাঝেই এই বিস্ফোরণের ঘটনায় নিরাপত্তা বন্দোবস্ত নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠছে। বালুচিস্তানের যে জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে ১০ হাজার পুলিশ মোতায়েন ছিল। তারপরও কীভাবে বিস্ফোরণ হয় তা নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রায় ৩০ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান।

আমেরিকার পার্কে উদ্ধার ভারতীয় গবেষকের দেহ

চলতি বছরে পাঁচ পড়ুয়ার মৃত্যুতে উদ্বেগ

প্রতিবেদন : এই নিয়ে বছরের শুরুতেই পাঁচজন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হল মার্কিন মুলুকে। সর্বশেষ ঘটনাটিতে একটি পার্ক থেকে উদ্ধার হয়েছে ভারতীয় গবেষক ছাত্রের দেহ। বিদেশে পড়তে গিয়ে ফের মর্মান্তিক পরিণতি ভারতীয় পড়ুয়ার। সোমবার সন্ধ্যায় একটি পার্ক থেকে সমীর কামাথ নামে ওই ভারতীয় গবেষকের দেহ উদ্ধার হয়। তিনি ইন্ডিয়ানার পারডু ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করছিলেন। ২৩ বছর বয়সী সমীর ম্যাসাচুসেটস অ্যামহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ২০২১ সালে তিনি পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। গত বছর অগাস্ট মাসে পারডু ইউনিভার্সিটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ

করেন। এরপর গবেষণায় মন দেন, আগামী বছরই কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তিনি আমেরিকার নাগরিকত্বও পেয়েছিলেন। এসবের মাঝেই তাঁর রহস্যমৃত্যু ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা। পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ 'ক্রোস গ্রোভ' নামে এক পার্ক থেকে সমীর কামাথকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে, এই বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। চলতি বছরেই পাঁচজন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হল আমেরিকায়। দিন কয়েক আগেই এই পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক ভারতীয় পড়ুয়া নীল আচার্যের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরপর পড়ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় দূতাবাসও।

দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ বৈঠকে কথা মায়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে

প্রতিবেদন : মায়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। এর মাঝেই বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী হাছান মাহমুদের ভারত সফরে মায়ানমার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বুধবার সকালে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

পরে হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে এবং মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ভারত-বাংলাদেশ একযোগে কাজ করবে। এই বিষয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে। ভারতের আমন্ত্রণে দিল্লি এসেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী। এদিন সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ হাউসে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন।

ডোভাল গত রবিবার ঢাকা গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। মঙ্গলবার রাতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক একটি বিবৃতি দেয়। তাতে বলা হয়, মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে যেসব ভারতীয় রয়েছেন, তাঁরা যেন এখনই সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। যেসব ভারতীয় নাগরিক রাখাইন যাওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁরা যেন কেউ সেখানে না যান। কারণ ওখানকার পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। সব ধরনের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। এমনকী ল্যান্ডলাইনও অকেজো হয়ে গিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঘোর আকাল শুরু হয়েছে। কাজেই এখন মায়ানমারে দেশে না যাওয়াই শ্রেয়। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এদিন জানান, এখনও পর্যন্ত মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিজিপি ও তাদের পরিবারের ২২৯ জন সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এছাড়া মায়ানমার থেকে ছোঁড়া মর্টার শেলে বাংলাদেশের সীমানায় দু'জন নিহত হয়েছেন। এজন্য মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোয়েকে তলব করে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে বলেও জানান বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী।

■ অসমের মারিগাঁও ও বঙ্গাইগাঁও জেলায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ও অসম তৃণমূলের দুটি কর্মসূচি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তেলেঙ্গানার নির্মল জেলার গোদাবরী নদীর তীরে বাসারে রয়েছে একটি হিন্দু মন্দির। এই মন্দিরের আরাধ্যা দেবী সরস্বতী। সারা বছর বহু মানুষ যান। চাইলে বসন্ত পঞ্চমীতে ঘুরে আসতে পারেন

লাদাখের চ্যাংথং মালভূমির অপূর্ব সুন্দর হ্রদ সো মোরিরি। পাহাড়ি ঝরনা এবং সংলগ্ন পর্বতের তুষার গলা জলে পরিপূর্ণ। ঘিরে রেখেছে সুবিশাল উপত্যকা। অঞ্চলটিতে বেড়াতে গেলে অনুমতির প্রয়োজন। এই নিয়ম ভারতীয় এবং বিদেশি উভয় পর্যটকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সো মোরিরি-র হাতছানি

কীনেই ভারতে? পর্বত, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, মালভূমি, তুষারভূমি, সমতলভূমি, নদী, নালা, হ্রদ, দিঘি সবই আছে। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সংস্কৃতি, আচার আচরণ, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনই পার্থক্য রয়েছে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে। আবহাওয়ার মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র। এই সব বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যের টানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বিদেশি পর্যটক ছুটে আসেন। আবার দেশীয় পর্যটকরাও সুযোগ সময় পেলে দেশের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ান।

বিদেশিদের ভারতে আসতে গেলে পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয়। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের মধ্যে এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে যাওয়ার জন্য ভারতীয়দেরও অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতির পোশাকি নাম ইনার লাইন পারমিট। এরকমই একটি জায়গা সো মোরিরি। এটা লাদাখের চ্যাংথং মালভূমির অন্তর্গত এক অপূর্ব সুন্দর হ্রদ। চাংটাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মধ্যে অবস্থিত। সো মোরিরি হ্রদকে বলা হয় প্যাংগং সো হ্রদের যমজ। 'সো মোরিরি' শব্দের অর্থ পর্বতের হ্রদ বা মাউন্টেন লেক। হ্রদ এবং আশপাশের এলাকা সো মোরিরি জলাভূমি সংরক্ষণ রিজার্ভ হিসাবে সুরক্ষিত। পাহাড়ি ঝরনা এবং সংলগ্ন পর্বতের তুষার গলা জলে পরিপূর্ণ। উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে দুটি জলের ধারা হ্রদে প্রবেশ করে তাকে ভরিয়ে তুলেছে। এই দুই ধারাতেই রয়েছে জলাভূমি। এটা মূলত লবণাক্ত জলের হ্রদ। অপরূপ ভূপ্রকৃতি, রঙিন পর্বতের দৃশ্য, সুবিশাল উপত্যকা এই হ্রদকে ঘিরে রেখেছে। এখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে দারুণ লাগে। পাড় বরাবর পায়ে হেঁটে যত দূর ইচ্ছে যাওয়া যায়। হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৮ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হ্রদের উচ্চতা ৪,৫২২ মিটার। এই এলাকায় তিব্বতি নেকড়ে, লাদাখি ভরাল, পরিযায়ী পাখি, আইবেক্স এবং বিভিন্ন বিরল প্রজাতির পাখির বসবাস। সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত এই জায়গায় একবার পা রাখলে শরীর মন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। বসন্তের শুরু থেকে গরমকাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি মেলে।

সো মোরির পশ্চিম তীরে রয়েছে প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন করজোক বৌদ্ধমঠ। এটা পর্যটক এবং বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণকেন্দ্র। ঘুরে দেখা যায় প্যাংগং হ্রদ। এই হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। লাদাখের উষর মরুভূমির মধ্যেই মরূদ্যানের মতোই বিধাতার এক আশীর্বাদ। দেখেই মোহিত হতে হয়। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সারা লেক জুড়ে চোখে পড়ে রঙের বৈচিত্র। তীরের কাছে পান্না সবুজ, একটু দূরে ময়ূরকণ্ঠী নীল, আরও দূরে গাঢ় নীল। স্বচ্ছ জলের তলায় নুড়ি-পাথরগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ লবণাক্ত জলের হ্রদ এটি। জলে কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী ছাড়া কোনও মাছ নেই। তবে এখানে রয়েছে প্রচুর ব্রাহ্মণী হাঁস, রাজহাঁস ও গাঙচিল। পাশাপাশি দূরের তিব্বত পাহাড় থেকে নেমে আসে কিয়াং নামে এক প্রকার বুনো গাধা। তবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জলের প্যাংগং লেকের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয় দূরের বাদামি-ধূসর পাহাড়ের রাশি ও পরিষ্কার আকাশের পটভূমি। ঠান্ডা হাওয়ায় এই লেকের জলে ছোট ছোট ঢেউ খেলে। ঝকঝকে নীল আকাশ, মাঝেমধ্যে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের আনাগোনা। এককথায় অসাধারণ। এছাড়াও ঘোরা যায় নুব্রা ভ্যালি। আগেই বলেছি, সো মোরিরি বেড়াতে গেলে অনুমতির প্রয়োজন। অপূর্ব সুন্দর এই হ্রদ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার খুব কাছে অবস্থিত। তাই নিরাপত্তার খাতিরেই এখানে প্রবেশের অনুমতি বা ইনার লাইন পারমিট নিতে হয়। ভারতীয় এবং বিদেশি উভয় পর্যটকদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হয় লে-র ডিসি অফিস থেকে। এখানকার প্রকৃতি চরমভাবাপন্ন। তাই বয়স্ক মানুষদের জন্য যাত্রা কঠিন হতে পারে। যাতে ভ্রমণে কোনও বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়, তার জন্য যাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হাতছানি দেয় সো মোরিরি? সপরিবারে ঘুরে আসুন।

কীভাবে যাবেন?

সড়ক, রেল এবং বিমান— যেকোনও উপায়েই পৌঁছনো যায়। নিকটবর্তী বিমানবন্দরটি লে-তে। লে-র কুশোক বকুলা রিনপোচে বিমানবন্দর। ট্রেনে যেতে চাইলে নামতে হবে জম্মু তাওয়াইয়ে। সেখান থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সো মোরিরি। লে থেকে কারু, উপশি, কুমডোক, কেরে, চুমাথাং, মাহে এবং সুমদো পেরিয়ে তবে পৌঁছনো যায় সো মোরিরি। পথ ঠিক থাকলে সময় লাগে প্রায় আট ঘণ্টার মতো। জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লে থেকে সো মোরিরি পর্যন্ত সরাসরি বাস চালায়।

কোথায় থাকবেন?

কাছাকাছি থাকার জায়গা খুব বেশি নেই। তবে এখানে তাঁবু খাটিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। রকমফের রয়েছে তাঁবুর। পছন্দমতো নেওয়া যায়। এছাড়াও হ্রদের কাছে রয়েছে গেস্ট হাউস। সেখানেও থাকা যায়। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। কিছু সাধারণ ওষুধপত্র সঙ্গে নিতে পারেন। যেমন বমি, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা ও পেটের সমস্যার ওষুধ। কোল্ড ক্রিম ও সানস্ক্রিন লোশন নিতে ভুলবেন না। শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে হাসপাতালে যাবেন।

১৪
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

8 February, 2024 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূজারা অপেক্ষা করছে, গিলকে শাস্ত্রীর খোঁচার জবাব যুবরাজের মুখে। বললেন ব্যাটকে কথা বলতে দাও

ই-মেল বোমার জবাব নেই ফেডারেশনের

প্রতিবেদন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের লিগাল হেড নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যের ই-মেল অভিযোগ আলোড়ন তৈরি করেছে ভারতীয় ফুটবল মহলে। নিন্দায় মুখর সবাই। সোমবার ই-মেলে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন ফেডারেশনের নীলাঞ্জন। ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা আসেনি। ফলে চর্চার অন্ত নেই। এমন অভিযোগের পরও কেন চুপ করে বসে আছে ফেডারেশন?

মাত্র ১৬ মাস হল ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই বারবার বিতর্কে জড়িয়েছে কল্যাণের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ফুটবল প্রশাসন। আগেই এআইএফএফ সভাপতির বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়া এবং ফেডারেশনের অর্থ অপব্যয়ের অভিযোগ উঠেছিল। সাজি প্রভাকরণকে সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়েও বির্তকের রেশ গড়িয়েছে আদালতে। এবার এই তালিকায় যোগ হল নীলাঞ্জনের অভিযোগনামা। ফেডারেশনের লিগাল হেড সংস্থার বিভিন্ন কাজকর্মে গোপনীয়তা রক্ষা না করা, বিশ্বাসভঙ্গ করা ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে অসচ্ছতার অভিযোগ করেছেন।

ই-মেলে ফেডারেশন সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে মোট ছ'টি অভিযোগ তুলেছেন নীলাঞ্জন।

পত্র বোমার অভিযোগ ১ : সাজি প্রভাকরণকে ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে দিল্লি আদালতে মামলা চলছে। সেই মামলার চিঠি শুনানির দু'দিন আগে ফেডারেশনের দফতরে এসে পৌঁছলেও, তা আমাকে জানানো হয়নি। অথচ আমি ফেডারেশনের নোডাল লিগাল অফিসার। ফলে শুনানির দিন এআইএফএফ-এর তরফে কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। এতে সহজেই স্থগিতাদেশ পেয়ে যায় প্রতিপক্ষ।

অভিযোগ ২ : ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের সঙ্গে চুক্তি এমন শর্তে করা হয়েছিল যাতে ফেডারেশনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এই ধরনের কোনও চুক্তি বা গাঁটছড়ার তৈরির আগে সেটা ফেডারেশনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়ে। সেখানে চুক্তির বিভিন্ন দিকগুলো বিভাগীয় প্রধানরা খতিয়ে দেখে সম্মতি দেন। অথচ এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। বরং কোনও আইনি পরামর্শ ছাড়াই সরকারিভাবে ঘোষণার পর চুক্তির খসড়া আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।

অভিযোগ ৩ : আই লিগের টেন্ডার প্রক্রিয়াও নিয়ম মেনে হয়নি। এই বিষয়ে আমি যখন মুখ খুলি এবং কিছু প্রস্তাব দিই, তখন ফেডারেশনের অন্যান্য কর্তাদের সামনে আমাকে অপমান করা হয়। আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আমাকে সম্মতি দিতে বাধ্য করার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়। যা আমাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল।

অভিযোগ ৪ : ফেডারেশনের রোস্টারে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও বেনিয়ম হয়েছে। আমি এই বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু তা কাজে লাগানো তো দূরে থাক, আমার কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

অভিযোগ ৫ : এটা আমার কাছে অসম্মানজনক যে আপনার অফিস জানিয়েছে, চুক্তিমতো আমার মাসিক রিটেনারশিপ দেবে না। আমাকে চাকরি ছাড়তেও বলা হয়েছে। আমার বকেয়া মেটানোর জন্য অনুরোধ করছি। বেতন ছাড়াও এখনও পর্যন্ত আমার বিমানের টিকিট, হোটেল ভাড়া, বিদ্যুতের বিলের টাকা মেটানো হয়নি। অথচ প্রতিটি খরচের রসিদ ফেডারেশনের অ্যাকাউন্টস বিভাগে জমা দেওয়া রয়েছে। আমার ন্যায্য পাওনা যতক্ষণ না মেটানো হচ্ছে, পরিবার নিয়ে সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ ৬ : ফেডারেশনের হয়ে মামলায় লড়া আইনজীবীদের বকেয়া মেটানো হয়নি। আমি নিজে একজন আইনজীবী হওয়ার সুবাদে অনুরোধ করছি, দ্রুত এই বকেয়া যেন মেটানো হয়।

নীলাঞ্জনের এই অভিযোগের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এই বিষয়ে সাড়াশব্দ পর্যন্ত করা হয়নি। এতে বিস্মিত অনেকেই।

প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন খাবরা

প্রতিবেদন : শনিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। তার আগেই ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন হরমনজোৎ খাবরা। চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন অভিজ্ঞ খাবরা। বুধবার তাঁকে মাঠে দেখে খুশি সমর্থকরাও। তবে সাউল ক্রেসপোর চোট নিয়ে চিন্তায় লাল-হলুদ শিবির। ডার্বিতে চোট পেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। দু'দিনের বিশ্রাম কাটিয়ে কার্লেস কুয়াদ্রাত দল নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেও, এদিন অনুপস্থিত ছিলেন ক্রেসপো। ছিলেন না লাল-হলুদের নবাগত বিদেশি ভিক্টর ভাসকুয়েজও। নন্দকুমারকেও মাঠে দেখা যায়নি। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন

হয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়িয়েছেন কুয়াদ্রাত। তবে আইএসএলে দল খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের নবম স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ছয়ে জায়গা করে নিতে হলে পরপর কয়েকটা জয় দরকার। আর সেই দৌড়টা নর্থইস্ট ম্যাচ থেকেই শুরু করে দিতে চান কুয়াদ্রাত।

ক্রেসপো খেলতে না পারলে, নর্থইস্টের বিরুদ্ধে তিন বিদেশি নিয়ে খেলতে হবে লাল-হলুদকে। ভিক্টর সবে এসেছেন। তাঁকে প্রথম থেকে মাঠে নামানোর ঝুঁকি কুয়াদ্রাত আদৌ নেবেন কি না সন্দেহ। আরেক নতুন বিদেশি ফেলিসিও ব্রাউন শহরে আসবেন চলতি সপ্তাহের শেষে। কার্ড সমস্যায় নর্থইস্ট ম্যাচে নেই সৌভিক চক্রবর্তীও। এদিকে, লাল-হলুদে ট্রায়াল দিচ্ছেন ডোরিয়াস পারউড। ২১ বছর বয়সি এই লাইবেরিয়ান উইঙ্গারকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র কথা মাথায় রেখে ট্রায়ালে ডাকা হয়েছে।

তামিলনাড়ু লিগের নিলামে অশ্বিন হাজির

চেন্নাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : টেস্ট সিরিজের মাঝে তামিলনাড়ু ক্রিকেটের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা দেখালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার তিনি হাজির ছিলেন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের নিলামে। সেখানে ভারতীয় অফ স্পিনার বলেন, আমার রাজ্য আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। তাই আমিও কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই।

অশ্বিন নিজে নিয়মিত তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে খেলেন। তিনি খেলেন দিন্ডিগুল ড্রাগনসের হয়ে। অশ্বিন এদিন বলেছেন কীভাবে তাঁর রাজ্য তাঁকে ক্রিকেটার হতে সাহায্য করেছে। তাই তিনি সুযোগ পেলে রাজ্যের ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চান।

ভারচ-ইংল্যান্ড টেস্টের ফাঁকে এখন ব্রেক চলছে। ভারতীয় ক্রিকেটাররা বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। কেউ কেউ রাজ্য দলের হয়ে রঞ্জিতে অংশ নিতে পারেন। পরের টেস্ট রাজকোটে শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড দলও আবুধাবি ফিরে গিয়েছে বাকি তিন টেস্টের প্রস্তুতি নিতে। এই মুহূর্তে অশ্বিন ৪৯৯টি উইকেট নিয়ে বড় মাইলস্টোনের অপেক্ষায়। আর একটি উইকেট হলেই তিনি বোলারদের এলিট গ্রুপে পা রাখবেন। এই অবস্থাতেও অশ্বিন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের নিলামে হাজির থেকে সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন।

অশ্বিন এদিন বলেছেন, তামিলনাড়ু ক্রিকেটের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে এখানে এসেছি। এখানে যখনই ক্লাব বা রঞ্জি ম্যাচে খেলি, আমার ভিতরে একটা আবেগ কাজ করে। যত খেলেছি, ততই ভাল ক্রিকেটার হয়েছি। তামিলনাড়ু ক্রিকেট আমার জন্য অনেক করেছে, এবার আমি তার কিছুটা ফিরিয়ে দিতে চাই। অন্য কোনও কারণ নেই, এটা করতে ভাল লাগে বলে আমি করছি।

কাল তিরুবনন্তপুরমে বাংলা বনাম কেরল

প্র্যাকটিস সূচি নিয়ে সমস্যায় অভিমন্যুরা

প্রতিবেদন : তিরুবনন্তপুরমে প্রথমদিন প্র্যাকটিসের পর মাঠ নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বাংলা। স্থানীয় সংস্থার পক্ষ থেকে লক্ষ্মীরতন শুক্লদের বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে প্র্যাকটিসের জন্য মাঠ দেওয়া যাবে না। বাংলাকে প্র্যাকটিস করতে হবে দ্বিতীয়ার্ধে। যা নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন লক্ষ্মীরা। এমনিতেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মাঠে প্র্যাকটিস করতে আসতে ৪০ মিনিট সময় লাগছে। বিকেলে প্র্যাকটিসের পর এই লম্বা জার্নি সেরে হোটেলে ফিরে ক্রিকেটাররা পরদিন সকালে মাঠে নামবেন কী করে? বাংলার টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাই সংগঠকদের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ম্যাচের আগের দিন সকালেই প্র্যাকটিস করবেন। সেই মতো যেন ব্যবস্থা থাকে।

আগের রাতে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে এদিন সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা, তিন ঘণ্টা প্র্যাকটিস করলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। অভিমন্যু, শাহবাজ, আকাশ দীপ, সবাই দলের সঙ্গে তিরুবনন্তপুরমে এসেছেন। সেন্ট্রাল উইকেটের পাশে গা ঘামিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী ফোনে বললেন, এখানে আগেও আমরা খেলেছি। খোলা মাঠ। কিন্তু ব্যবস্থাপনা দারুণ। খুব সুন্দর আবহাওয়া। একটু গরম আছে। ৩৪-৩৫ ডিগ্রির মতো। তবে তাতে অসুবিধা হচ্ছে না।

শাহবাজ আসায় প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অঙ্কিত মিশ্রর মধ্যে লড়াই রয়েছে। দু'জনের মধ্যে একজন খেলবেন। তবে পারফরম্যান্সের নিরিখে এগিয়ে অঙ্কিত। বঙ্গ শিবিরের পর্যবেক্ষণ, বল এখানে সকালের দিকে একটু মুভ করে। তারপর স্পিনারদেরই দাপট। বিপক্ষে সঞ্জু স্যামসন, বাসিল থাম্পিদের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন। কেরলের যেহেতু এটা হোম ম্যাচ, তাই তারা কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশাখাপত্তনমে জিতে দুইয়ে উঠলেও নিউজিল্যান্ডের জয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে নেমে গেল ভারত

মাঠে ময়দানে

8 February, 2024 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

মাঠে মেসি, তবু হার মায়ামির

মেসির পা থেকে গোল বাঁচাচ্ছেন ভিসেল কোবের গোলকিপার।

টোকিও, ৭ ফেব্রুয়ারি : হংকং একাদশের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ না খেলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সাফাইও দিতে হয়েছিল। তবে বুধবার টোকিওতে জাপানি ক্লাব ভিসেল কোবের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেন লিওনেল মেসি। যদিও তাঁর দল ইন্টার মায়ামি টাইব্রেকারে ম্যাচ হেরেছে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল গোলশূন্য।

লুইস সুয়ারেজ শুরু থেকে মাঠে নামলেও, মেসিকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন মায়ামি কোচ। তবে ৬০ মিনিটে মেসি ফাবিয়ান রুইজের পরিবর্তে মাঠে নামতেই গোটা স্টেডিয়াম উল্লাসে মেতে ওঠে। প্রথমার্ধে মায়ামিকে কোণঠাসা করে রেখেছিল ভিসেল কোবে। বেশ কয়েকটি সুযোগও তৈরি করেছিল জাপানি ক্লাব। ১৫ মিনিটে তো অবিশ্বাস্যভাবে দু'-দু'বার বল পোস্টে মারেন ভিসেল কোবের ইয়ুয়া ওসাকা। দু'মিনিট পরেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন সের্জিও বুসকেটস। ফলে মায়ামির উপর চাপ আরও বেড়ে গিয়েছিল। যদিও মেসি মাঠে নামার পরেই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় মায়ামি। মেসির পায়ে বল পড়লেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন দর্শকরা।

মাঠে নামার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুয়ারেজকে দুর্দান্ত একটি পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি। যদিও উরুগুয়ান স্ট্রাইকার গোল করতে পারেননি। ৭৯ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপারকে একা পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকার ফিরতি শট গোল লাইন সেভ করেন ভিসেল কোবের ডিফেন্ডার ইউকি হোন্ডা। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য শেষ হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৪-৩ গোলে বাজিমাত করে ভিসেল কোবে। তবে মেসি পেনাল্টি মারেননি।

ভেবেছিলাম ম্যাচ শেষ করে ফিরব

আফসোস উদয়ের

বেনোনি, ৭ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়ের দুই নায়ক অধিনায়ক উদয় সাহারন ও শচীন ধাস। প্রথমজন ১২৪ বলে ৮১ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় জনের অবদান ৯৫ বলে ৯৬।

যুব বিশ্বকাপে ছন্দে ভারত অধিনায়ক

বুধবার বিসিসিআই টিভিতে নিজেদের অভিজ্ঞতা দু'জন ভাগ করে নিয়েছেন। সেখানে শচীনের প্রশ্নের উত্তরে উদয় বলেন, ''চেয়েছিলাম ম্যাচটা শেষ করে আসতে। কিন্তু জয়ের থেকে মাত্র চার রান দূরে থাকতে রান আউট হয়ে যাই। তার আগে তুমি আউট হতে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। তবে রাজ লম্বানি ক্রিজে এসেই ছয় মেরে সেই চাপ কাটিয়ে দেয়।'' উদয়ের সংযোজন, ''বড় শট না খেলেও স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হয়। বাবার কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি। বাবা ক্রিকেটার ছিলেন। ওঁকে দেখতাম, চার-ছয় না মেরেও দৌড়ে রান নিতে। বাবার সেই শিক্ষা আমাকে ইনিংস গড়তে সাহায্য করেছে।''

অন্যদিকে, শচীন বলেন, ''আমার বাবাও ক্রিকেট খেলতেন। শচীন তেন্ডুলকরের অন্ধ ভক্ত। আমার জন্মের আগেই বাবা ঠিক করে ফেলেছিলেন, ছেলে হলে নাম রাখবেন শচীন। ওঁর মতো কিংবদন্তির নামে আমার নাম, এটা ভেবেই রোমাঞ্চিত হই। আমিও শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকতে চেয়েছিলাম।'' উদয় বলেন, ''এই জয়টা বিশেষ। আশা করি, ফাইনালের পরেও আরও একটা দারুণ জয় উদযাপন করতে পারব।''

ঋষভ আইপিএল খেলার জন্য তৈরি, বলছেন পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর থেকেই মাঠের বাইরে ঋষভ পন্থ। এদিকে, চলতি বছরের ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। অস্ত্রোপচারের ধকল সামলে ইতিমধ্যেই ট্রেনিং শুরু করেছেন ঋষভ। যদিও দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে তাঁকে আইপিএলের ২২ গজে আদৌ দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ঋষভ আইপিএলে খেলা নিয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। তবে ওকে কোন ভূমিকায় দেখা যাবে, সেটা এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়।'' পন্টিং আরও যোগ করেছেন, ''সবাই নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ওকে পুরোদমে ট্রেনিং করতে দেখেছেন। তবে আইপিএল শুরু হতে আর ছয় সপ্তাহ বাকি। তাই ওর পক্ষে পুরো টুর্নামেন্ট খেলা সম্ভব কি না বা উইকেটকিপিং ও অধিনায়কত্ব করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে সব ম্যাচ না হলেও, ঋষভ যদি ১০টা ম্যাচও খেলতে পারে, সেটাই হবে আমাদের বড় পাওনা।''

পন্টিংয়ের বক্তব্য, ''আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, ঋষভকে এই নিয়ে প্রশ্ন করলে ওর জবাব হবে, আমি প্রতিটি ম্যাচ খেলব এবং চার নম্বরে ব্যাট করব। ও অসাধারণ ক্রিকেটার। মানসিকভাবে দারুণ শক্তিশালী। তবে আমি নিশ্চিত নই।'' এদিকে, আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) অন্যতম দল ওয়াশিংটন ফ্রিডমের কোচ হয়েছেন পন্টিং। আগের বছর ওয়াশিংটন দলের কোচ ছিলেন গ্রেগ শেপার্ড। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেলেন পন্টিং। ফলে আইপিএল এবং এমএলসি-- দুই টুর্নামেন্টেই কোচিং করাবেন পন্টিং।

শামির কাছে ধোনিই সেরা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : রোহিত শর্মা তাঁর বর্তমান অধিনায়ক। তার আগে ছিলেন বিরাট কোহলি। তারও আগে এম এস ধোনি। তাঁর চোখে কে সেরা? মহম্মদ শামির জবাব, সেরা হলেন ধোনি। গোড়ালির চিকিৎসায় বর্তমানে শামি ইংল্যান্ডে রয়েছেন। তবে এই সিরিজে তাঁর ফেরার সুযোগ নেই। শামি আবার রবীন্দ্র জাদেজার কথাও বলেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি তিনটি টেস্টে বাঁহাতি অলরাউন্ডারকেও দেখা যাবে না বলে তাঁর বিশ্বাস। সেরা অধিনায়ক কে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শামি অবশ্য মুশকিলে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, খুব কঠিন প্রশ্ন। তুলনা করা খুব কঠিন। কিন্তু আমার কাছে ধোনিই সেরা অধিনায়ক। ওর মতো সফল আর কেউ নয়।

চারদিনেই টেস্ট জয় কিউয়িদের

মাউন্ট মাউনগানুই, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৮১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতল নিউজিল্যান্ড। আর এই জয়ের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতকে টপকে একলাফে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এক নম্বরে উঠে এলেন কেন উইলিয়ামসনরা। অস্ট্রেলিয়া নেমে গেল দ্বিতীয় স্থানে। আর রোহিত শর্মারা এখন তিনে। আগের দিনের ৪ উইকেটে ১৭৯ রানেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন কিউয়ি অধিনায়ক টিম সাউদি। জেতার জন্য ৫২৯ রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে যায় ২৪৭ রানে। রানের বিচারে যা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের সবথেকে বড় জয়ের নজির। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের মধ্যে একা কুম্ভের মতো লড়াই করেন ডেভিড বেডিংহ্যাম। তিনি ৯৬ বলে ৮৭ রান করে আউট হন। এছাড়া জুবায়ের হামজা ৩৬, রুয়ান ডি'সোয়ার্ট অপরাজিত ৩৪ এবং রেনার্ড ভ্যান টন্ডার ৩১ রান করেন। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে কাইল জেমিসন ৪টি ও মিচেল স্যান্টনার ৩ উইকেট উইকেট দখল করেন। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকানো রাচিন রবীন্দ্র।

জয়ের উৎসব নিউজিল্যান্ডের।

এনসিএ-তে চোট মুক্তির চেষ্টা চলছে। জাদেজা নিজেই সেটা ঘোষণা করলেন

এক হারেই প্রশ্নের মুখে বাজবল • সরতে নারাজ স্টোকসরা

অতিরিক্ত আগ্রাসনই ডোবাচ্ছে ইংল্যান্ডকে

টেস্ট রক্ষার্থে বাজবল চাই

তোপ বয়কটের

লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিশাখাপত্তনম টেস্টে ইংল্যান্ডের হারের জন্য দায়ী অতিরিক্ত বাজবলের প্রভাব। সাফ জানালেন জিওফ বয়কট। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনারের দাবি, চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়া করতে নেমে ইংরেজ ব্যাটাররা অতিরিক্ত আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়ে শট খেলতে গিয়ে দলকে ডুবিয়েছেন।

নিজের কলামে বেন স্টোকসদের একহাত নিয়ে বয়কট লিখেছেন, ''বাজবল হল দারুণ বিনোদন। তবে যদি সেটা কাজে লাগে তখনই। কিন্তু আপনি যদি সব পরিস্থিতিতেই বাজবল নির্ভর ক্রিকেট খেলেন, তাহলে সেটা বুমেরাং হতে বাধ্য।'' এখানেই না থেমে বয়কট আরও লিখেছেন, ''বিশাখাপত্তনম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং আমাকে অবাক করেছে। নিজেদের উইকেট ওরা ছুঁড়ে দিয়ে এসেছে। জো রুটকেই দেখুন। অহেতুক ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছয় মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলল। মাত্র ১৬ রান করে আউট হল। অথচ ওই সময় রুটের উচিত ছিল জমাট ব্যাটিং করা। রুট সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল যে, ও টেস্ট ম্যাচ খেলছে।''

বয়কট আরও লিখেছেন, ''ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের দেখে মনে হয়েছে, ওরা টি-২০ ক্রিকেট খেলছে। প্রতি বলে রান তুলতেই হবে, এই মনোভাব নিয়ে অহেতুক সুইপ, রিভার্স সুইপ, ক্রস ব্যাট শট নিয়েছে। যা সত্যিই বিস্ময়কর।'' এই প্রসঙ্গে গত অ্যাসেজ সিরিজের উদাহরণও টেনেছেন বয়কট। তিনি লিখেছেন, ''গত গ্রীষ্মে, অ্যাসেজেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এজবাস্টন এবং লর্ডসে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের অহেতুক আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য দলকে হারতে হয়েছিল। অ্যাসেজও হাতছাড়া হয়েছিল। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ এখন ১-১। তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড যদি নিজেদের মানসিকতায় বদল না আনে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যদি ব্যাটিংয়ের ধরন না পাল্টায়, তাহলে এই সিরিজেও হার নিশ্চিত।''

এভাবেই বিশাখাপত্তনমে আউট হয়েছিলেন রুট।

পাল্টা বোথামের

লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি : বেন স্টোকসদের বাজবলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়ান বোথাম। কিংবদন্তি অলরাউন্ডার কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, বাজবলের জন্যই এখন দর্শকরা টেস্ট ম্যাচ দেখতে মাঠে ভিড় জমাচ্ছেন। তাই লাল বলের ক্রিকেটের স্বার্থেই এটা জরুরি।

এক সাক্ষাৎকারে বোথাম বলেন, ''দিনের শেষে বিনোদনই সবথেকে জরুরি। যদি আমরা টেস্ট ক্রিকেটেও মাঠে ভিড় দেখতে চাই, তাহলে ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতেই হবে। বেন স্টোকসরা সেটাই করছে।'' তিনি আরও যোগ করেছেন, ''২০-৩০ বছর আগে আমরা যখন ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলতাম, তখন মাঠ ভর্তি দর্শক হত। তারপর আইপিএল শুরু হল। টি-২০ এবং একদিনের ক্রিকেটের রমরমায় সেই ভিড় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন দেখুন, ফের মাঠে দর্শকরা আসছেন এবং সেটা বাজবলের টানে।''

বোথামের বক্তব্য, ''লোকে এখন ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং দেখতে পছন্দ করে না। ইতিবাচক ক্রিকেট দেখতে চায়। নিষ্ফলা ড্র নয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের টেস্ট ম্যাচ উপভোগ করতে চায়। একটা বা দুটো ম্যাচ হারতেই পারে। কিন্তু বেন স্টোকসরা আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলছে। এটা লাল বলের ফরম্যাটের জন্য অসাধারণ বিজ্ঞাপন। অনেকদিন পর ফের টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে বেড়েছে। এগুলো বড় প্রাপ্তি। সবথেকে বড় কথা, বাজবল খেলেই ইংল্যান্ড শেষ ১৫টা টেস্টের মধ্যে ১২টিতেই জিতেছে।''

অশ্বিনকে টপকে শীর্ষে এখন বুমরা

দুবাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনম টেস্টে ৯ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার। আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন ধাপ লাফিয়ে সটান এক নম্বরে উঠে এলেন জসপ্রীত বুমরা। প্রসঙ্গত, বুমরা প্রথম ভারতীয় পেসার, যিনি টেস্ট বোলারদের তালিকার শীর্ষস্থান দখল করলেন। গত বছরের মার্চ মাস থেকেই টেস্ট বোলারদের এক নম্বর স্থান নিজের দখলে রেখেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার জাতীয় দলের সতীর্থকে টপকে এক নম্বরে উঠে এলেন বুমরা। তাঁর ঝুলিতে ৮৮১ পয়েন্ট।

অন্যদিকে, ৮৪১ পয়েন্ট নিয়ে অশ্বিন নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাডা। তাঁর প্রাপ্ত পয়েন্ট ৮৫১। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে দুই অস্ট্রেলীয় পেসার প্যাট কামিন্স ও জস হ্যাজলউড। প্রথম দশে আরও একজন ভারতীয় বোলার রয়েছেন। তিনি রবীন্দ্র জাদেজা। ৭৪৬ পয়েন্ট নিয়ে জাদেজা দু'ধাপ নেমে নবম স্থানে রয়েছেন। এদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে বল হাতে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন বুমরা। দুই টেস্টে তাঁর শিকার ১৫ উইকেট। তারই ফলশ্রুতি, টেস্ট বোলারদের তালিকায় প্রথমবার এক নম্বর স্থান দখল করা। এর আগে বুমরার সেরা র‍্যাঙ্কিং ছিল তিন।

বিরাটের ছুটি বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রথম দুই টেস্টে তিনি খেলেননি। নির্বাচকরা বাকি তিন টেস্টের দল নির্বাচনের আগে বিরাট কোহলি কি বলেন সেই অপেক্ষায় ছিলেন। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ি, বিরাট পরের দুই টেস্টেও নেই।

স্ত্রী অনুষ্কা সন্তানসম্ভবা। তবে বিরাট এই বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু অনেকের অনুমান এই সময় স্ত্রীর পাশে থাকবেন বলেই বিরাট প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। দুটি টেস্টের পর অনেক দিনের ব্রেক। ভারত তৃতীয় টেস্টে নামবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। জানা গিয়েছে, রাজকোট ও রাঁচি টেস্টেও বিরাট খেলবেন না। বোর্ড বা তিনি নিজে এটা নিয়ে কিছু বলেননি। উল্টে বোর্ড আগেই জানিয়েছিল যে, বিরাটের প্রাইভেসি রক্ষা করুন। ওয়েবসাইটির খবর অনুযায়ি, শুধু পরের দুই টেস্ট নয়, ধর্মশালায় সিরিজের শেষ টেস্টেও বিরাটকে নাও দেখা যেতে পারে। এই অবস্থায় শ্রেয়স আইয়ারের দলে থেকে যাওয়া সম্ভাবনা। রজত পাতিদারও আরও সুযোগ পেতে চলেছেন। সরফরাজ খানও সম্ভাবত দলে থেকে যাবেন।

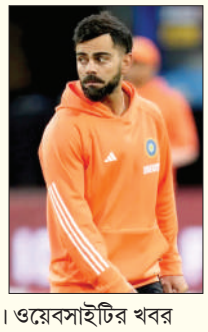

এভাবেই চলবে : রুট

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিশাখাপত্তনমে হারলেও ইংল্যান্ডের বাজবল সেই আগের মতোই চর্চায়। এটা তাদের ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে। এখন আর নাকি ইংল্যান্ড শিবিরে আগের মতো ম্যাচের আগের টিম মিটিং হয় না। সিনিয়র ক্রিকেটার জো রুট পরিষ্কার জানিয়েছেন, তাঁরা এখন আর ক্রিকেট নিয়ে খুব বেশি কথা বলেন না। শুধু মাঠে নেমে ক্রিকেট উপভোগ করেন।

কিন্তু রুটের এরকম কথাবার্তা যে সবার পছন্দ হচ্ছে তা নয়। প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন বলেছেন, রুটকে বাজবল ছেড়ে ট্র্যাডিশনাল ক্রিকেট খেলতে হবে। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ইনিংসে রুট নেমেই ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়ে যান। তার আগে তিনি পরপর দুটি রিভার্স সুইপ মেরেছিলেন। ভনের আগে অ্যালিস্টার কুকও বলেছিলেন, বাজবল ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না কুক। ভন নিজের কলাম-এ লিখেছেন, এখন সময় এসেছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে যে তারা রুটকে গিয়ে বলুক, তুমি নিজের খেলাটাই খেলো। এটা মেনে না নিয়ে উপায় নেই, বাজবলে রুট বেমানান। প্রথম দুটি টেস্টে রুটের রান ২৯, ২, ৫ ও ১৬। অথচ, তিনি দলের এক নম্বর ব্যাটার। বলা হচ্ছে বাজবলের জন্যই রুটের এই হাল! ভন বলেছেন, গ্রাহাম গুচের পর রুটই হলেন স্পিনের বিরুদ্ধে সেরা ইংলিশ ব্যাটার। কিন্তু যেভাবে রুট বর্তমানে ব্যাট করছেন, বিশেষ করে বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ইনিংসে, তা একেবারে তাঁর মতো নয়। তিনি রিভার্স সুইপ মারেন না। কিন্তু দুই ইনিংসে রান করা শুরু করেছেন এই শট দিয়ে।

রুট অবশ্য বাজবল উপভোগ করছেন বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, দল হল পরিবার। সেখানে সবসময় সবকিছু আলোচনা করা যায়। টিম মিটিংয়ের দরকার পড়ে না। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। চলাফেরা। এক কাপ কফি হাতেও কথা সেরে নেওয়া যায়। বিশাখাপনমে বাজবল মুখ থুবড়ে পড়লেও রুট বলেছেন, তাঁরা আগামি দিনেও এভাবে খেলবেন। এতেই সাফল্য পেয়েছেন। তাই চালিয়ে যাবেন। ইংল্যান্ড দলের সবাই আক্রমণাত্মক ক্রিকেট পছন্দ করে। তাই একটা টেস্ট হেরে রণনীতি বদলানোর প্রশ্ন নেই।